প্রথম প্রকাশ : ২৫শে জুলাই, ১৯৭০ খ্রী.

প্রচ্ছদ এঁকেছেন : প্রাণকৃষ্ণ পাল

প্রকাশক : জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, স্বপক্ষ প্রকাশন, বরদা ব্রীজ, নৈহাটি,
২৪ পরগণা।

মুদ্রক : শচীনন্দন মিত্র, শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা, ২৪ পরগণা।

সূচিপত্র

রচনা কাল : ১৯৬০

চিঠি

তুমি আর কতদিন গালাশীলমোহর স্ট্যাম্পের
কলঙ্কচর্চিত চিহ্নে হতচ্ছাড়া প্রণয়লিপির
নীরব অক্ষরমালা, ভবঘুরে ক্লান্ত পিয়নের
বিড়ম্বিত হস্তান্তরে জোন থেকে জোনাল নাম্বারে
সারাদিন ছুটোছুটি, প্রত্যহের দ্রুত মেলভ্যানে
ক্রমশ মলিন দেহ, কালি-ওঠা জীর্ণ লেফাফার
সমস্ত শরীরখানি ডেড্‌লেটার অফিস-ফেরত
কাটাছাঁটা শোণিতাক্ত ব্যবচ্ছেদে মর্গের শীতল।

অপেক্ষায় পৌঁছে যাও ঠিকানার অন্তিম পশ্চিমে,
তখন ঠিকানা নেই, তবু সব চিঠির প্রাপক
নামহীন প্রেরকের অলিখিত নিঃশব্দ সংলাপ,
সহজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিদিন জ্যোতির্ময় খামে :
সমস্ত লেটার বক্সে, বাড়ি বাড়ি, শহরে ও গ্রামে
অম্বিষ্ট ব্যক্তির চিঠি ডেলিভারি করে যায় অদৃশ্য পিয়নে।

যারা রক্ত খায়

রক্তপায়ী লোলুপতা প্রতিদিন নিঃশব্দে তাদের
ঔদরিক আকাঙ্ক্ষায় শুষে নেয় আমাদের হৃৎপিণ্ড অবধি,
এখন ধমনীগুলি রক্তশূন্য, উপদ্রুত শিরা উপশিরা :
লাগাতার ফুসফুসের ঘন আন্দোলন
শরীরের চতুর্দিকে রক্তের স্বল্পতা
সহজেই কেউ আর ঘোচাতে পাবে না।
আপাদমস্তক ছিন্নস্নায়ু প্রত্যঙ্গের নিস্তেজ কোষের
তন্ত্রীগুলি ক্রমাগত অত্যাচারে যদিও শীতল
সূর্যমুখী শপথের উদ্বর্তনে
তবুও প্রবহমান মানুষের ইতিহাস প্রজন্ম উদ্যোগ,
কেননা মরণশীল জাতকেরও
স্বাভাবিক প্রতিরোধ প্রয়াসী শক্তির
ক্ষমতা অপরিসীম, লোকোত্তর স্থিতিস্থাপকতা।
শোনিত লোলুপ যারা
সকলেই বাঘ নয়,
মশা আর ছারপোকার অসামান্য কামড়েও
বহু রক্ত খরচ হয়েছে :
তারজন্য কোনোদিন কোনোক্রমে পৃথিবী মনুষ্যহীন নিশ্চিত হবে না,
শুধু ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত নেই সমাচারে
এইবার জেনে গেছি কাকে বলে মশা, কাকে বলে সিংহ।
মশা আর ছারপোকার অন্তিম কামড়
প্রতিদিন যতটুকু রক্ত নিয়ে গেছে,
সম্মিলিত কব্জির থাপ্পড়ে
ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে তাদের উচ্ছেদ।

নেশা

তুমি কী হারিয়ে গেছো ?   কিংবা দূর আকাশ অবধি
আমার নিশ্বাস বিষ ধীরে-ধীরে তোমাকে পোড়ালো।
উদ্যানে মারীচগুলি প্রতিদিন, উন্মার্গগামিতা
মগজে শাসনকর্তা নিরঙ্কুশ এবং ধারালো
অস্ত্রের মতন কিছু বিঁধে থাকে বুকের বাঁ ধারে
যেখানে মিশ্চিহ্ন নদী উপত্যকা নক্ষত্রের গান :
গরলমেশানো সুরে কারা যেন কথা বলে ঘুমে-জাগরণে।

সে-সব কথার মধ্যে মানুষের কঙ্কালকরোটি
নির্মিত আসবাবপত্র, শিষ্টাচার সঙ্ঘ ও সমিতি
উদ্যোগ সমৃদ্ধ করে, আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তী আক্ষেপের মতো
কাগজের নৌকাগুলি ভেসে যায়, সব মৃত্যু জীবন যৌনতা
অন্তিম সূর্যাস্তে জ্বলে।   বুকের ভিতর অন্ধকারে
নক্ষত্রের চিতাভস্ম দৃশ্যগুলি কলঙ্কিত, কোরামিন রৌদ্রের আশ্রিত

দিনান্ত রাত্রির ট্রেনে, কেউ ফিরে যাবে টার্মিনাসে :
আরোপিত গাম্ভীর্যের উজ্জীবনে প্রণীত বিশ্বাসে।

ধ্বংসস্তূপ হ'তে আমি নির্বাণের মহোৎসবে কোথাও যাবো না।
শকুনের খাদ্য হতে গিয়ে আজ শকুনেরই খাদক হয়েছি :
মুখের আড়ালে মুখ রেখে একপ্রকার স্থিরতা।
জুনের উজ্জ্বল সন্ধ্যা : উত্তেজক পানপাত্রে উদ্রিক্ত পিপাসা
রাত্রির ডায়াল ঘুরে ডুবে যায় দূর উত্তমাশা।

শেফালির প্রতি

আশ্চর্য ! শেফালি তুমি পুনর্বার এসেছ এখানে ?
সমস্ত শহরে ছাখো আগুন লেগেছে :
বাতাসে শবের গন্ধ, ছাই জমে চোখে-মুখে, ফুলের বাগানে,
কেবল কয়েকটি চাঁদ জ্যোৎস্নারাতে চিতাভস্ম নেভাতে এসেছে।

জুয়ায় গিয়েছে গতকাল শনিবার—
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি ময়দানের বিপুল শূন্যতা,
সন্ধ্যার গ্লাসের মধ্যে বারোটাকা রমণীর দিব্য দেহলতা,
বালিশের সিংহাসনে সম্রাটের মত আমি কলকাতায় জাগি বারংবার।

বিকল্প বাসর রাত্রি অর্গানের উত্তাল সঙ্গৎ।
সময় হারিয়ে যায় শেফালিকা, ভূত ভবিষ্যৎ ;
অথচ শপথ ছিল নাতিদীর্ঘ প্রবাসের পর,
শেফালি তোমার হাতে হাত রেখে ফিরে যাবো আশ্বিনের রৌদ্রের ভিতর।

ন্যাট কিং কোল-এর গান শুনে

শুধু তুমি একা অনিবার্য উপশম
প্রত্যহের উৎকট সম্ভবগুলি
সব কিছু প্রতিরোধ বিধ্বংসী আচারে
ক্রমাগত ভেঙে যায় অনুভব
শ্রুতি-স্বাদ নির্লিপ্ত বিশ্রাম
চতুর্দিকে কেউ নেই তুমি ছাড়া
অসম্ভব অন্তর্মুখী সান্দ্র অভিপ্রায়
এখন নিঃসঙ্গ মৌন
যূথহীন কষ্টের সন্ন্যাসে
আলোহীন রুদ্রাক্ষ গৈরিকে
অন্য এক জাগরণ স্বপ্নের প্রয়াসী
তোমাকে অভীষ্ট জেনে জেগে আছি প্রত্যহ মরণে।

রাজকন্যা

সে কোন স্মরণাতীত সন্ধিক্ষণ অস্ফুট প্রত্যুষে
দিন শুরু হয়েছিল যোগিয়া বাহারে
পাখির ডানায় তুমি অপরূপ রৌদ্রের কনক
নদী বন উপত্যকা ঘুমভাঙা নগর বন্দর
নিঃশব্দে পেরিয়ে যাও। সপ্তসিন্ধু বিহ্বল বাতাসে
স্বপ্নের জাহাজগুলি ভেসে যায় দূর দূরান্তরে

মধ্যাহ্ন নীলিমা তুমি উঠোনের আকন্দ গাছের
সমস্ত শরীর ঘিরে প্রজাপতি পাখার স্পন্দন
রৌদ্র ক্রমে বেঁকে যায় অপরাহ্ন অলস সময়
উচ্চকিত করে রাখে আমগাছে শালিখ দম্পতি।
এখন কোথায় কেউ কোনোদিন ভবিষ্য অতীতে
চিরকাল ছিল কিংবা আছে এই সব জানিয়ে যাবার
প্রয়োজনে বিকেলের মৃত্যু হয় বিখ্যাত পশ্চিমে
জানি, তুমি নিষ্ঠুরতা প্রতিদিন গুপ্ত হত্যাকারী।

সময় পেরিয়ে আমি কত আর দূরে যেতে পারি
কেবল শৈশব স্মৃতি যৌবনের ময়ূখচ্ছটায়
একবার সূর্যোদয় আদিগন্ত রূপালি মেঘের
স্বপ্নের ভেলায় তুমি উপত্যকা নদী ও প্রান্তর
ক্রমশঃ পেরিয়ে যাও অন্ধকার অন্তিম পশ্চিমে
চৈত্রের শূন্যতা ছিল ঝরাপাতা সময় ঝরার
বাউলের দিনগুলি কোজাগরী হলুদ জ্যোৎস্নার
আরকে ধমনী সিক্ত, হৃৎপিণ্ডের অলিন্দনিলয়ে

হেমন্ত স্পন্দিত হয় বৈরাগ্যের উদাস সঙ্গীতে
আর কোনো পাওয়া নেই আর কোনো একান্ত প্রার্থনা
পৃথিবীতে বাকি নেই শুধু স্মৃতিগন্ধের যৌতুক
আকাশে ছড়িয়ে পড়ে সংখ্যাহীন নক্ষত্র স্তবকে
অমল সৌগন্ধ্যে ছাখো ফুলগুলি স্মৃতির বাগানে।

৩ আমি দীর্ঘদিন একা অন্ধকারে প্রিজনার ভ্যানের
অন্তিম যাত্রার লক্ষ্যে অন্তহীন চৈতন্য সময়
সব কিছু বিসর্জিত দূরতর শূন্যের উদ্দেশ্যে
নিষ্ঠুর নিয়ম এক অপরাধ অজ্ঞাত শাস্তির
প্রত্যহ প্রাণান্তকর কাঠগড়ার স্থাপিত আসামী
প্রতিদিন জেরবার, জুরি সাক্ষী হাকিম হুকুম
শুধু এই মধ্যবর্তী পথটুকু জেলখানায় হাজতে যাবার
অন্ধকার ভ্যানে একা গোধুলির রূপ জাগে প্রখর শ্রুতিতে।

হলুদ রঙের আলো জুন মাসের উজ্জ্বল বিকেল
সূর্যাস্ত সন্ধ্যার দৃশ্য বাড়ি ফেরা সমস্ত মুখের
তৃপ্তির সূচনা চিহ্ন বেলফুল চাই ফেরিওলা
নদীতীরে বালকেরা উচ্চকিত উদ্দাম ক্রীডায়
ট্রাম ট্রাফিকের ভীড় ফ্লুরোসেন্ট শহর রেস্তরাঁ
বেহালায় সুর তুলে গান গায় ভিক্ষুক দম্পতি।

গোধুলি ফুরিয়ে যায় রাজকন্যা তোমার মতন
নিজের অজ্ঞাতসারে আমি এক বিধ্বংসী দৃশ্যের
স্মৃতির শায়কবিদ্ধ রুদ্ধগতি পাখির বিলাপে
সূর্যাস্তের আলোটুকু প্রাণপণ ডানার বিস্তারে
স্ফটিক করার লোভে আগন্তুক রাত্রিকে বলেছি
উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি একে একে যখন পশ্চিমে
উন্মোচিত হতে থাকে দয়াহীন নক্ত তলোয়ারে
তুমি আর হত্যাকাণ্ডে চরাচর রক্তাক্ত কর না।

তবুও বিকেল মরে অপঘাতে তরুণ বয়সে
পৃথিবীর ভালবাসা প্রেম স্বপ্ন উতল করুণা
যেমন শুকিয়ে যায় উন্মেষের আদিম কোরকে
যেমন মর্গের মধ্যে লাশ জমে অমোঘ নিয়মে
প্রত্যহের প্রার্থনায় জলাঞ্জলি রাজকন্যা আশ্চর্য সুন্দর
সমর্পণ ব্যতিরেকে নষ্ট হও নিষ্ঠুর নিয়মে।

কোনোদিন যেখানে যাবো না

কোনোদিন যেখানে যাবো না
রামধনু আকাশ সেখানে
দৃশ্যাতীত স্বপ্নের ছায়ায়
অশ্রুত গানের স্বরলিপি

স্মরণীয় পশ্চাতে একদা
প্রথম দিনের অনুভব
আলোড়িত করার বেদনা
রেখে দিয়ে বুকের ভিতর

ফাল্গুনের মত উন্মোচনে
কোরকের বিস্তার দিয়েছ
তারপর স্ফুরিত সত্তার
সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি

নিষ্ঠুর শীতের হিমহাতে
পাতাহীন বিবর্ণ ঋতুর
অন্তহীন ধূসর সময়
ফেলে রেখে তীব্র অন্বেষায়
চলে গেছ দৃশ্যের বাহিরে
কোনোদিন যেখানে যাবো না।

ঘুমনেই

ঘুম নেই প্রতিদিন তবু ঠিক অভ্যাসবশত অন্ধকার প্রাক্তন ঘরের
বিছানায় নিঃসঙ্গ প্রহর
নির্ঘুম রাত্রির পর কাঙ্খিত স্বপ্নের দৃশ্যে ঘুম ঘুম সমস্ত দিবস
জেগে থাকা সময়ের
পিনকুশনের বৃত্তগুলি
চোখের পাতায়
বুকে
বুকের বাঁধাবে
পুনর্বার বিনিদ্র শয্যায়···ঘুম আসে কাছাকাছি তবু জাগরণ
শুধু কাল কাল শুধু
ঘরে ফিরে আসার সময়
ক্লান্তি ঘাম ভীড়
সব কিছু পার হয়ে
কোনো এক জনশূন্য রাজপথে শব্দহীন সূর্যাস্ত ছায়ায়
দুধের মতন রং
বিশাল প্রাসাদ,
দুয়ারে প্রহরী নেই
চুপচাপ নির্জনতা থেকে
অপরাহ্ন রৌদ্রের আলোয় নিঃশব্দে খুরের শব্দ উদ্ধত কেশর
একটি বিশাল ঘোড়া সাদা রঙ
ঘোড়ার উপরে ঋজু যুবক আরোহী
দৃশ্যের ভিতর হতে দরোজা পেরিয়ে দ্রুত পথে নেমে এল।

রাই জাগো

রাই জাগো রাই জাগো প্রত্যহের ধূসর প্রত্যুষে
যথারীতি ঘুম ভাঙে স্বপ্নহীন রাত্রির সীমান্তে
কার চোখে ঘুম ছিল সারারাত
কার নক্ত স্বপ্নের ভিতর
সমস্ত স্মৃতির দৃশ্য অন্তরঙ্গ রূপের বর্ণালি
কিংবা কার সতর্ক শ্রুতির
তরঙ্গে উদ্বেল ধ্বনি রাই জাগো শুকসারী কাহিনী গাথার
নোতুন সূর্যের আলো দূরতর পূবের আকাশে
আকাশের পদতলে সতেজ বনানী
বনানী পেরিয়ে ত্যাগো শিশির স্নাতক
বিশাল প্রান্তর ভূমি দিগ্বিদিকে মাইল মাইল
পথে পথে রূঢ় রৌদ্র সারাদিন
সারাদিন ফণিমনসার কাঁটার জ্বালায়
প্রেমহীন বন্ধনের নাগপাশে বিস্মৃত
মনে হয় একা একা
প্রোষিতপত্নীক
কেউ নেই পাশাপাশি দুঃখ কিংবা সুখে
তার চেয়ে অলৌকিক জন্মদিনে মৃত্যুদিন
উৎসের সঙ্গমে
মোহানার অন্বিষ্ট সঙ্গমে
দিগন্ত উধাও দৃশ্যে স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন বোধ হয় তৃপ্তির আস্বাদ

চুম্বক

আমাদের প্রত্যেকের বুকে একটা চুম্বক রয়েছে
নিকট অথবা দূর
যে যেখানে আছ সব অক্ষাংশ দ্রাঘিমা
ক্রমাগত কেন্দ্রানুগ অভিকর্ষে অদৃশ্যে অর্পিত।

অথচ ভিতরে যাও তখন কেন্দ্রের কাছাকাছি
সব স্পষ্ট তবু ত্যাখো তাদের ওজন
শূন্যাঙ্কের স্থিরতা পেয়েছে। জ্যোতির্ময় অন্ধকারে
সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি সরে যায়, প্রার্থনায় উত্তাপ থাকে না।

প্রত্যেকের বুকে একটা চুম্বক রয়েছে
যেখানে সারাৎসার ছুটে ছুটে শেষে
রঙ নেই গন্ধ নেই ধ্বনি নেই
এরকম সংসারের ভারশূন্য শূন্যে গিয়ে মেশে।

সংক্রান্তি

কে কে সঙ্গে ছিল
কিংবা কারা পরিচিত পরিমণ্ডলের
উদ্ভাসিত সূর্যোদয়ে প্রতিবেশী হবার বেদনা
বৎসরের ক্রমাগত সময়ের ভিতর হামেশা,

একবার দেখে নাও এই সব মুখগুলি, কেননা এখন
অন্য এক দৃশ্যায়িত পৃথিবীর ভবিষ্য চেতনা
ক্রমশ রক্তের মধ্যে অপরিচিতার সহবাসে
নতুন দিগন্তগুলি আগন্তুক অক্ষরের ধ্বনিত উদ্ধার,

তখন কোথায় কে কে চেনা বা অচেনা
এই সব ঠিক ঠিক জানিয়ে যাবার
হয়তো নিকট কেউ যে এ-যাবৎ পারম্পর্যে, সর্বদা থেকেছে
কালান্তর চেতনায় বুঝি আর তার কোনো নির্দেশ পাবে না।

অথচ

অথচ ইনফ্লুয়েঞ্জা নয় তবু সারাদিন
কানের ভিতরে
অসংখ্য উচ্চিংড়ে ডাকে লাগাতর ধ্বনির বিক্রমে
শিরঃপীড়া উদ্রিক্ত মগজে
কি যেন অজ্ঞাত ছায়া
কিম্ভূতকিমাকার আগ্নেয় শরীরে
যখন যেদিকে খুশী
স্বেচ্ছাচারী আলোড়নে
সবকিছু ওলোটপালোট
হৃৎপিণ্ড অবধি
দু'চোখের পাতা
কখনো না বোজালেও
দিনের রৌদ্রের মধ্যে অন্ধকার
ঘুমহীন রাত্রির সীমায়
স্বপ্ন নয়
অথচ স্বপ্নের মত কোনোকিছু আচ্ছন্নতা চেতনা প্লাবিত
অগ্রজের মুদ্রাদোষে ছিল অহংকার
আলাদা সত্তার
দিব্য উত্তরণ
বস্তুত কালাতিশয়ী কবিতার স্বকীয় সঞ্চারে
উত্তরকালের বোধে অনিবার্য কাব্যের সংক্রাম
অথচ দুরপনেয় আমাদের সাম্প্রতিক জ্বালা
সম্ভাবিত ভবিষ্যের কোনোরূপ উদ্ধার দেখিনা

এখন সূর্যাস্তহীন

অহেতুক, কেন এই দীর্ঘকাল পোড়োবাড়ি দেয়াল ফ্রেমের সিংহাসনে
বিবর্ণ হলুদ ম্লান ফটোগ্রাফ, একা একা কেউ নেই পাশাপাশি :
তোমাদের নিঃসঙ্গতা বড়ই করুণ।

এখন সূর্যাস্তহীন রাজ্য নেই, সমস্ত উল্লেখযোগ্য বশংবদ চেলা
কে কোথায় অন্ধকারে আর সব বিগত মহিমা :
রোমন্থন ভিন্ন আর কোনো গতি নেই, ছ্যাখো তোমাদের
সমগ্র অতীত চিহ্ন রৌদ্রে পোড়ে। স্মৃতি, নেগেটিভ
নষ্ট করে সময়ের দাহ
অথচ দ্বিতীয় কোনো প্রিন্ট নেই, উত্তরাধিকার
নিশ্চিহ্ন ধ্বংসের স্তূপে, অ্যালবামের শূন্যতায় রটে হাহাকার।

তবু কেন একা একা ভাঙা ফ্রেম, ঘষা কাচ ফটোর ভিতর
মৃতের মুখের ছবি ঝুল আর ধুলোয় মলিন।

সিংহাসনে স্থবিরতা. ছানি চোখে সময় সময়
হাই উঠে, চোখের পিচুটি বাড়ে।

ধারালো চশমার ডাঁটি বসে যায় ক্রমাগত নাকের গভীরে

একদা দৃষ্টান্তময় দিগ্বিদিক আলোড়িত উজ্জ্বল দিনের
রোদ্দুরের অহংকার, নিষিদ্ধ মাংসের স্বাদ, পণ্যনারী, মাতাল যৌবন
ঘুমে জাগরণ রাত্রি, স্বপ্নময় দিনগুলি অভ্যাসবিরোধী আয়োজন,
মহৎ দারিদ্র্য আর মতিচ্ছন্ন দিনলিপি, উপদংশ-জ্বালা
তারা সব প্রাণপণ চিৎকারেও এতদূর পৌঁছাতে পারেনি।

সমস্ত জঞ্জাল ভেবে এখন কয়েকজন, পুরনো সময়
পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থটীকা, সাঙ্গপাঙ্গ সমেৎ পোড়াবে :
ছবিগুলি হাই তোলে, দাঁত নেই, ফোলা মাড়ি, ছিন্নভিন্ন ফ্রেমের ভিতর।

সমীপেষু

শেফালি ফুলের জন্য ভোট চেয়ে সেই যে একদা
উদ্যত শ্লোগানগুলি কানে পুরে দিয়ে
ফেষ্টুন পোস্টার সভা অনুগত স্বেচ্ছাসেবকের
উদয়াস্ত পরিশ্রম, হিতৈষীর সতেজ ক্যাম্পেন
ইত্যাদি ইত্যাদি তাহা ফেলে রেখে বাঃ মশাই
অনায়াসে গা-ঢাকা দিলেন !

অথচ আমরা গঙ্গাজলে স্নান সেরে দুরস্ত পোষাকে
অব্যর্থ ব্যালট হাতে গ্রামে ও শহরে
ঘরে ঘরে
হা শেফালি হা শেফালি !
কিন্তু কার নাম শেফালি
শেফালি নামের কেউ কোন্‌দিকে এখন কোথায় ?
আপনি কি জানেন ৪ বছর আগের আশ্বিনে
শহরে শেফালি এক ভ্যাবাচাকা গিয়েছে একাকী
তখন শহরময় আগুন লেগেছে
বাতাসে শবের গন্ধ ছাই জমে চোখে মুখে ফুলের বাগানে
কেবল কয়েকটি চাঁদ জ্যোৎস্নারাতে চিতাভস্ম নেভাতে এসেছে !

সেই থেকে শেফালি নামক প্রার্থী বাতাসে উধাও
শীতল ব্যালট বাক্স, শূন্য দিগ্বিদিকে পোলিং সেন্টারে
জামানত বাজেয়াপ্ত হবার ঘটনা
এখন কাকেও আর নির্বাচনে সরব করে না।

সাপ লুডো

ক্রমান্বয়ে স্বর্গের সীমায় পৌঁছে আকাঙ্খিত নব্বুই ঘরের
চৌকাঠ পেরিয়ে দেখবে ময়ালের সুবিশাল গ্রাস।
অতর্কিত সব কিছু ফেঁসে যেতে পারে কেননা এসব
সিঁড়িগুলি সর্বনাশা লোভের ইশারা :
দু'ঘর উপরে তুলে জলজ্যান্ত চোখের সম্মুখে
খুলে দেয় অতলান্ত খাদের সীমানা
তখন কোথাও কোনো সিঁড়ি নেই অতিদ্রুত উত্থিত পাতাল
মৃত্যুকে লেলিয়ে দেয় শঙ্খচূড় সাপের শরীরে।
কোন ঘরে কত বিষ কার কার বিষাক্ত ছোবল
এই সব জেনে রাখা ভাল
না হলে তোমার
        স্বপ্নগুলি
                স্বপ্নের সোপান
আকাশ নক্ষত্র পাখি মেঘরৌদ্র বাতাস গোধুলি
সব কিছু কালকূট গোক্ষুরার আগ্নেয় নিঃশ্বাসে
চিন্তার অজ্ঞাতসারে আচম্বিতে পুড়ে নীল হবে।

গ্রুপ ছবি

এই সব স্মৃতিগুলি অন্ধকার রাত্রির দেয়ালে
ভাঙাফ্রেম ঘষা কাচ মলিন হলুদ
মানুষের মুখগুলি চোখ বন্ধ করেও যাদের
ভুলে যাওয়া বড় শক্ত দীর্ঘদিন ড্যাম্প বা বাতাস
যতটুকু জীর্ণ করে তার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল
স্মরণীয় সমাচারে তারা দ্যাখো চতুর্দিকে রয়েছে আমার

মেলাংকলিয়া

দারুণ পিপাসা তুমি হে আমার নিঃসঙ্গ কবিতা।
এখন সমস্তক্ষণ বক্ষোদেশে জ্বলে দাবানল.
বিশাল আকাঙ্ক্ষাপুঞ্জ, পত্রপুষ্প অন্তিম সম্বল
বিধ্বংসী আগুনে পোড়ে ; দিনগুলি রাত্রি পরিবৃতা।

কবিতা আমায় তুমি স্থিরতব আলোর বন্দরে
কবে নিয়ে যাবে,
যে আলোর বন্দর হাটে স্থিতসত্য পণ্যের স্বভাবে
কদাচিৎ বণিকের কপটতা জাগরিত করে।

আমি এই বন্দরের উচ্চকিত সত্তার কৌশলে
আঁধার বাড়াই শুধু নাবিকের সমৃদ্ধ সময়ে,
দিগন্তে গন্তব্য মোছে, মুহূর্তের উল্লাস সঞ্চয়ে
গণিকা, জুয়ায়, মদে, নক্ষত্র-সমেত অভ্র ডুবে যায় জলে।

কালকে আমার লাশ ফিরে এল গঙ্গার জোয়ারে।
মাথায় ভিতরে পোকা, বুকে নয়, কারণ বুকের
হাড়ের অনেক দাম, প্রতিবেশী বিবেচক দয়ালু লোকের
উদ্যোগে চ্যারিটি চাঁদা : কল্যাণী কঁসৌলি কিংবা যাদবপুরের
দ্বারে, মৃত্যু এসে ফিরে যাবে যমের দুয়ারে :
প্রতিপন্ন উন্মাদের ঠাণ্ডা মুখে চাপ-চাপ রক্তের বমন
অনুভব করে নিল স্নানার্থীরা আরেকবার নিজে নিজ বুকের স্পন্দন.
ভাঁড়ের ভূমিকা ভালো, যুগপৎ হাসি আর হাসানো সহজ।
যদিও সে সব হাসি ফুসফুস ফাটানো নির্ঝর,
কেবল নিজের মুখ মুখোশের মতন তখন
নিজেকে হারিয়ে খোঁজা প্রতিবিম্বে করি না নির্ভর।

যন্ত্রণার ছদ্মবেশ হতে তুমি কবিতা আমার
মুক্তি দাও। মুখোশের কোষ নেই, কৃত্রিম কোষের
ত্বকের ভিতরে কোনো রক্ত-বাহী ধমনী থাকে না।
শোণিত-বর্জিত এই সূর্যমুখী চেতনার জের
সার্থক ধাত্রীর হাসি, ইস্কুলের মাঠের রোদ্দুর,
কয়েকটি সাজানো দিন, পুরস্কার-বিতরণী সভার মেডেল,
ফুলের বিছানা, নারী ; রবিবার সকালে সিনেমা,
ছুটির দরখাস্ত, বণ্ড, ইনক্রিমেণ্ট, বছরে চারবার প্রিমিয়াম
সমস্তের শেষ কিস্তি রোজ রাত্রে ভেসে আসে জোয়ারের জলে
অসন্তোষ নামে সব রক্ত-মাখা লাশের সন্তোষ।

ভারতবর্ষ

গণতন্ত্রে কার কতখানি কপট নির্মোহ
এখন ভারতবর্ষে কেউ তা জানেনা
মানুষের দুঃখে আজ মন্ত্রিদের চোখে ঘুম নেই
প্রকল্প বিধ্বস্ত হলে তৎক্ষণাৎ বিশাল অঙ্কের
আরেক বিশালতম প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কল্পনা
অলৌকিক কমিশন চিঠিপত্র ঠিকাদার নিয়োগ মঞ্জুরী
মানুষের কল্পরাজ্য গড়ে তোলে মূষিক প্রসবে।
খরা ও প্লাবনে
সমস্ত নদীকে ঘিরে এখন জল্পনা
এবং নির্বোধতম সমাজবিরোধী
সহজেই জেনে গেছে ধর্ম আর প্রাদেশিক জুজুর জিগির
মানুষেই মানুষের রক্ত খেতে পারে
ইন্দিরার মতন বালিকা
ক্রান্তদর্শী অভিধায় যথার্থ জেনেছে
এখন ভারতবর্ষ চন্দ্রলোকে কোনো অ্যাস্ট্রোনাট পাঠাবেনা।

অন্তর্গত নদী

সমস্ত দিনের শেষে কলকাতা জেগে ওঠে সূর্যাস্ত সন্ধ্যায়
যে সন্ধ্যার চন্দ্রাতপ ফগ, ডাস্ট, গাঢ় অন্ধকার :
গণিকা জুগায় মদে চোরাগোপ্তা, সুড়ঙ্গ পাতাল,
নক্ষত্র পাখির মত কালীদহ জলাতঙ্কে উধাও আকাশে,
গলায় মোক্ষম কাঁটা মনুমেণ্ট। হাওড়ার ব্রিজের কংকাল।
মাথার ভিতরে ঘোরে সারারাত তিনলক্ষ জেটপ্রপেলার।
ফ্লোরেন্স ফ্লোরেন্স বলে ডাক দিলে মধ্যরাত্রে কোনও সহৃদয়া
শিয়রে দাঁড়াবে নাকি মমতায় শুচিস্মিতা শ্বেতাব্জ-সুন্দর
নরম আঙুলে যার ঘুমের পরীর স্পর্শ স্বাদু সোনারিল
রাত্রিকে ঘুমের দেশে নিয়ে যেতে পারে কোন নক্ত নিবেদিতা
ঘুমের দেবতা বড় ক্ষমাহীন, অর্থহীন বাঁচার বঞ্চনা
সারিসারি রোগশয্যা হাসপাতালে সকলেরই ক্রনিক অসুখ।

বেশেল্লা রাত্রির দেহ ঝিম হয়ে পড়ে থাকে মধ্যাহ্নের রোদে।
মন্থর ট্রাফিক ভীড়, রেলিঙে রঙীন শাড়ী, ফুল খাঁচা পাখি,
চিলের কাতর কণ্ঠ, এরিয়েলে উদাসীন কাক,
নির্বিবাদে পথচারী কাঁকড়াবিছা আরশোলা ইঁদুর।

মধ্যাহ্নের অন্ধকার বুকে জাগে কাহিনীর বিগত শৈশব :
বকুলতলার মাঠে পেয়ারা খাবার লোভে কিশোরী সঙ্গিনী,
কান্তিমান ন্যায়তীর্থ দণ্ডপাণি, ব্যাকরণ কৌমুদীর দাহ,
দু'ঘণ্টা বেঞ্চের পর নিরাসক্ত দাঁড়ানো শরম,
খোলা জানালার দৃশ্যে নদী-মাঠ পথের মিছিল।

এখন শহরে দেখি মুখশ্রেণী, নামহীন অগণিত মুখ
এবং অসংখ্য নাম, যাদের আসল মুখ নেই,
বুকের পাঁজরে এসে ধাক্কা খায় জনস্রোত সময় নিঃশ্বাস,
বাসের পাদানি ভর্তি : মুষ্টিবদ্ধ হ্যাণ্ডেল সম্বল :

ছাপান্ন টাকার জন্য প্লাটফর্মে প্রকাশ্য আলোকে
হাটুরের প্রাণ গেল, আততায়ী পলাতক, এবার নাটকে
পুলিসের তৎপরতা কুকুরের সাহচর্য পাবে
উদ্বেলিত সম্পাদক অচিরাৎ সারগর্ভ প্রবন্ধ ছাপাবে।
টেবিলে ব্যস্ততা ঘাম, তবু অগোচরে
কখন গিয়েছি ছুটে ইস্কুল পালানো মাঠে বৃষ্টির ভিতর
বাতাবী লেবুর বল খেলাশেষে চেটেপুটে খেয়েছি সকলে
সন্ধ্যায় ফেরার মুখে রেলওয়ে ইয়ার্ডের সেতুর ওপর
ইঞ্জিনের ফোঁসফাঁস, বাফারের দাপাদাপি অপূর্ব বিস্ময়
ওপারে ইমামবাড়া ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা বাজে এবং রাস্তায়
যেহেতু জ্বলেছে আলো, কান ধরে থাকা সারারাত।
দেরি ক'রে বাড়ী ফিরে সেই দিন মুক্তি ছিল পড়ার টেবিলে।

পনেরো বছর আমি উদ্‌ভ্রান্ত মারীচ শহরে,
যাবতীয় নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীবর্জিত কুহকে
বায়ুর অভাব বড়। হাইড্রোজেন মেশানো সালফার
আকৃতি পেয়েছে যেন রাত্রিদিন সকলেরই মাথার ভিতর।

তবু পথ হাঁটি ভ্রান্ত পথিকের অবিমৃষ্যকারিতায় একা।
দিনান্ত শ্রমের পর চীনাবাদামেই তৃপ্ত খালিপকেটের হ্যামলেট
দার্শনিক চেতনায় ডুবে যাই, লাল দিঘি নামক জলের
দর্পণে আতঙ্ক জমে, চতুর্দিকে হাজার বিষাদ,
সংক্ষিপ্ত বেতনে ভীত, চার্জশীট, ইনক্রিমেণ্ট, হন্তারক বীমা
নির্ঘাত জীবন নেবে। শিয়রে সমন নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ালো
তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি, মারাত্মক কম্প্যুটার, বৈদ্যুতিক ব্রেন।

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে
উদয়াস্ত অস্তোদয় স্বেদরক্তে জীবন জোনাকি
ভেজাল প্লুরিসি দাঙ্গা অতিক্রান্ত এবার সহসা।
বিশ্বকর্মার হাতে অবশিষ্ট অস্তিত্বের উত্তাপ হারালো।

বহুকাল নিজগ্রাম বাংলাদেশে বিকেল দেখিনি।
বাড়ীর পিছনে নদী, নদী আছে অন্তরঙ্গ নদী
নদীর ওপারে গাছ, গাছে গাছে সূর্যাস্তের পাখি
ডানা মেলে নেমে আসে, ছায়াসান্দ্র চরে নৌকা বাঁধা।
জেলেরা শুকায় জাল। ঘোড়ার ক্ষুরের মতো বাঁকা জলস্রোতে
ব্রিজের হাঁসুলি আছে। চটকলের জেটিতে ব্যস্ততা।
শিলুয়েটে দেবদারু। ভাঙা মন্দিরের পাশে ভাঙা বাঁধা ঘাট
ঘাটে শিশু জল ছোঁড়ে, বৃদ্ধেরা সন্ধ্যায় বসে। গল্পের সময়
গোধূলির আলো নিয়ে ঘরে ফিরলে দূরের পাখিরা
হঠাৎ দক্ষিণী ঝড় জেগে ওঠে নারিকেল বনের ভিতর।

নাগরিক সঙ্ঘ, বাণী, রমণীয় উত্তেজনা স্মৃতি,
পোস্টারে নটীর মুখ, নীলপর্দা মায়াবী রেস্তরাঁ,
উজ্জ্বল বিপণিশ্রেণী : ফার্নিচার, মসৃণ আপেল,
স্বকীয় মর্যাদাবোধ, মুণ্ডহীন সরস্বতী, নির্বাচন, কৃষ্টি, স্বাধীনতা
আত্মঘাতী আকাঙ্ক্ষায় আক্ষেপের মতো ছোটে বঞ্চিত সম্ভোগে,
কয়েকটি দুঃস্বপ্ন দুঃখ বীজের মতন বুকে অগোচরে হয়েছে রোপিত।

ঘাতক অথবা হত দিনগুলি ক্লান্তি উৎপাদক,
মুখের আড়ালে মুখ শয়তানের মতো অনুভব,
শকুনের খাদ্য এই অদ্ভুত সময়
স্বগত সংলাপে বিদ্ধ, অভ্যাসবিরোধী আয়োজন
চেষ্টিত স্বাতন্ত্র্য শিল্প পরিমণ্ডলের শীতলতা।
অন্তিম শূন্যতা এক মানসিক পক্ষাঘাত প্রাণান্ত প্রদাহ,
ফানুষের মতো ফাটে মানুষের শেষ ভালোবাসা।

অদল বদল

বাড়ি ফিরে লাভ নেই কেন না এখন
সব কিছু অদল বদল
পরিচিত কোনোদিকে দৃশ্যের সীমানা
চেতনায় উদ্ধার পাবে না

বকুলের স্মৃতিগন্ধ নদী কৈ
নদীর ওপারে
ছায়া ছায়া শিলুয়েট গাছের শরীর
মধ্যিখানে

ছল ছল জল, জলে বালুচর
বালুচরে
বিচুলির গাদা নৌকা বাঁধা
নোঙরের বাঁকা শিঙে স্তব্ধ পানকৌড়ি

কার কাছে যেতে পারি
তারা সব কেউ নেই পরিচিত ঘরে
বন্ধুর মাথায় টাক ক্রমায়ত সমস্ত দিনের
অবকাশ চুষে খায় কারখানার ইস্পাতের জিব
লোকোশেডে বয়লারের ঘামে ঘামে সঞ্চিত লবণ

পথগুলি পথ নেই আর সব প্রবীণ বৃক্ষের
অন্তিম নিঃশ্বাসে
পাতাহীন ডালপালা গুঁড়ির ভিতরে পোকা
শিকড়ের দিগ্বিদিকে বিস্তারিত প্রাণান্ত উদ্যোগ
কেমন অজ্ঞাতসারে সাম্রাজ্য বিস্তার করে কাল মহামারী।

স্বপ্ন আমার

সমস্ত দিন ঘুমের ঘোরে পরিক্রমা সমস্ত রাত স্বপ্নচারণ,
রাত্রি আমার তারায় তারা,
নীহারিকার ঘূর্ণি ঝড়ে উথোল পাথোল দিগ্বলয়,
স্বয়ংকৃত জাগরণের শিরায় শিরায় অনুভবের পঞ্চশিখায়
স্বপ্ন আমার আলোড়নের নিদ্রাবিহীন অরুন্ধতী।

নৌকো ভাসাই নদীর জলে
সাদা পালের হাওয়ায় আমি
হাত রেখেছি দাঁড়ে হালে ;
স্রোতের চেয়েও নৌকো ছোটে
নৌকো ছেড়ে স্বপ্ন আমার সাতসমুদ্র তেরনদীর
পরপারের দেশে দেশে অন্বেষণে যাত্রা করে।
স্বপ্ন আমার কাজপালানো রাখালিয়া বাঁশির খেলায়
দিগ্বিদিকে মাঠে মাঠে
মাঠপেরিয়ে এদিক ওদিক
স্মরণ থেকে বিস্মরণে স্মৃতিগন্ধা দেশে দেশান্তরী।

স্বপ্ন আমার ক্ষেত খামারে
ধানের শীষে
সবুজ পাতার গানে
স্বপ্ন আমার ওয়ার্কশপের চাকায় ঘোরে
সারাদিনের সকল শিফটে
সকাল বিকেল দিবস রাত্রি।
স্বপ্ন আমার মাইল মাইল স্বেদ ঝরানো মেহনতের লোকবসতি
স্বপ্ন আমার চিমনি ধোঁয়া জাহাজঘাটার জেটি ক্রেণের
ঐকতানে ঘণ্টাপ্রহর পরিমাপের হুটার ঘণ্টি,
স্বপ্ন আমার পোস্টাপিশের টক্কাটরে বিজলি তার

স্বপ্ন আমার সূর্যমুখী
নোনাঘামে
দিনের পেন্টোগ্রাফ
স্বপ্ন আমার এপার ওপার ক্যান্টিলিভার ব্রিজের পারাপার

স্বপ্ন আমার বেদ মানে না
বর্ণাশ্রমের ছত্রভঙ্গ নতুন রীতির
প্রবর্তনে স্বপ্ন আমার
প্রয়োজনের তত্ত্বটুকু ক্ষীর করেছে
স্বপ্ন আমার স্বপ্ন তোমার সহজতর দিনযাপনের নেশা।

হুলিয়া ডাকিনি

তুমি বলবে এর নাম অবগাহনের অভিশাপ
দিগ্বিদিকে সমুদ্রের এখন জোয়ার
জোয়ারের আবর্তনে যখন যেদিকে যাও পাহাড় প্রমাণ
উত্তুঙ্গ ঢেউ-এর নিচে মারাত্মক স্রোতের লালসা
আমি ক্রমাগত একা আরো একা দূরাগত নিশ্চিত বিনাশে
এখন পায়ের নিচে ভূমি নেই লবণাক্ত স্রোতের ভিতর
অবলম্বনের অভিপ্রেত বাহুগুলি অবশ অসাড়
সামুদ্রিক সংগ্রামের প্রাণান্ত প্রয়াসে
আমি জেনে গেছি
এবার তলিয়ে যাবো শ্বাসরুদ্ধ অন্ধকারে দৃশ্যের বাহিরে
এখন বিদায় ভূমি কূলরেখা বিদায় বিদায় দূর স্থলের উদ্ধার
বাঁচার আশ্বাস তবু কোনোদিকে হুলিয়া হুলিয়া বলে চিৎকার করে না।

বয়স বিষয়ক

বয়স বেড়ে গেছে তোমার ত্থাখো অগোচরে।
ঘরে পরে দূর-নিকটে পথিক প্রতিবেশী
কে বা কোথায় ছড়িয়ে গেল আলো অন্ধকারে।
অহর্নিশি যাতায়াতে মুনে আঙরা শশী ;
দূরে যাবার কথকতা ছিল তোমার স্বরে :
এখন তোমার বয়স বেড়ে গেছে অগোচরে।

রৌদ্রে রৌদ্রে পরিক্রমা। হঠাৎ ঘরে ফেরা
ক্লান্ত ইচ্ছা পাখির ডানায় তরল অন্ধকারে
ফিরে এল ফিরে এল ব্যস্ততম ডাকের হরকরা
অথচ তার বিলি হওয়ার চিঠিগুলির ভারে
শিরদাঁড়টা বেঁকে আছে ধনুকভাঙা ছাঁদে :
বয়সখানি গড়িয়ে যায় গভীরতর খাদে।

সূর্য তখন ছিল একা আকাশখানি ভরা
ভরা দিনের নীলনীলিমা ব্যাপ্ত চতুর্দিকে—
চলো চলো প্রতিদিনই। গাঢ় বসুন্ধরা
তৃষ্ণাটুকু রেখেছিল সফলতার দিকে।
পথে পথে ঘুরে শেষে পথের গহ্বরে
বয়সখানি দেখতে পেলে সাদারঙের ঘরে।

যখন নৈঃশব্দ্য

যখন নৈঃশব্দ্য আমি একা বিচ্ছিন্ন কেননা
ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে চৈতন্যের অন্তর্মুখী সমস্ত ইচ্ছার
অনিবার্য গন্তব্যের আয়োজনে সহসা তোমার
বিস্ফারিত শব্দরাশি সাতরঙে দৃশ্যায়িত পরিধি সীমায়
পুনর্বার কেন্দ্রাতিগ অভিকর্ষ ত্যাগ করে মগ্ন আলোড়ন
আলো হতে ক্রমান্বয়ে দূরে যেতে যেতে
স্বরচিত অন্ধকারে তুমি কিংবা তোমার উদ্ভাস
বিদ্যুতের দীপ্রতায় উজ্জীবিত স্নায়ুগুলি সপ্তাশ্ব সূর্যের
উদয়দিগন্ত ছুঁয়ে অলৌকিক রৌদ্রে রৌদ্রে স্বরচিত পৃথিবী ভাসায়।

হলুদ রঙের বাড়ী

হলুদ রঙের বাড়ী
হলুদ নদীর পারে,
গাঁদা ফুলের শাড়ী
আছে জলের ধারে।

উদাস দুপুরগুলি
অভ্রভাঙা নীলা,
কৃষ্ণচূড়ার তুলি
টিলার পরে টিলা।

এখন অন্য নামে
অন্তরীণের জ্বালা,
স্থিত পরিণামে
ফুরিয়ে যাবার পালা।

তবু রৌদ্রে ঝড়ে
স্মৃতির পাতায় নড়ে

বুকের আড়াআড়ি
হলুদ রঙের বাড়ী।

ভবঘুরে

চটকলের চিমনি বেয়ে নেমে আসে শীতকালের নিশ্ছিদ্র আকাশ
চতুর্দিকে স্তূপ স্তূপ অন্ধকার অদৃশ্য থাবায়
ক্রমশ পিষ্টন করে ঘর বাড়ি গম্বুজ মিনার
কুয়াশায় রুদ্ধশ্বাস ঢেকে দেয় চর নদী গলুই-লণ্ঠন
এখন কোথাও কোনো আলো নেই নক্ষত্রবিহীন
শ্লেটের মতন কালো আকাশের দুঃসহ ভারের
চাপের কফিনে রাত্রি শুয়ে আছে হিমাক্ত শরীরে
আর কেউ পথে নেই দিনশেষে ঘরে কারা সন্ধ্যায় পৌঁছালো
হয়তো জেনেছে কেউ রাজপথে নিঃসঙ্গ একক
পড়ে আছে মৃত্যুহিম বেওয়ারিশ যার শব
তাকে কোনোদিন ভোর বেলার ব্যস্ত অ্যাম্বুলেন্স
টেনে নিয়ে যেয়ো নাকো তদন্তে সনাক্ত শেষ মর্গের বিচারে।

রোজনামচা

মুখে তোমার মুখ রাখো না। চোখের পরে চোখ
পায় কি ভাষা নীরবতার অতল অন্ধকার :
অন্ধকার অন্ধকার দুরূহতার ভীষণ নির্মোক,
নিজের হাতে দুর্গ গ'ড়ে গভীর পরিখার
পারাপারের সাঁকো রাখো না, কেমন মনোবাঞ্ছা ?
পাহাড় খুঁড়ে দেখতে হবে কোথায় রোজনামচা !

মা

অনেক দূরত্ব থেকে অস্পষ্ট শ্রুতির মধ্যে কেউ যেন রবীন রবীন
সুপ্তির ভিতরে রাত্রি অন্ধকার নির্জন ঘরের
নিঃসঙ্গ খাটের শয্যা মশারির অব্যর্থ ঘুণির
খাঁচায় হঠাৎ ঘুম ভাঙা রাত্রি দুলিয়ে দূরের
ক্রমশ নিকটতর স্মৃতিগুলি শব্দগুলি ধরা পড়ে মাছের মতন।

লোকোশেড

অন্ধকার রাত্রি তার বারোটা মার্কারি ল্যাম্প জ্বেলে রাখে বুকের ভিতর
সেখানে আকাঙ্ক্ষাগুলি বীতনিদ্র লোকোশেডে কানাডা ইঞ্জিন
সারারাত হৃৎপিণ্ডের ধ্বকধ্বক সেই সব ইঞ্জিনের
বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ইয়ার্ডের গরম বাতাসে
দুই চোখে ঘুম নেই দীর্ঘরাত ইয়ার্ডমাস্টার
ক্রিং ক্রিং টেলিফোনে আরোপিত শ্রুতি
টেবিলে কাগজ নড়ে মাইক্রোফোন গম্ভীর গলায়
এলোমেলো চিন্তাগুলি যার যার যেখানে যাবার
শান্টিং নির্দেশ দেয় বয়লারের বিদীর্ণ গহ্বরে
প্রচুর কয়লা জমে বেলচের অবিরাম গ্রাসে
ট্যাঙ্কের সমস্ত জল দীর্ঘশ্বাস শমিত করার
শীতলতা ঢেলে দেয় ইঞ্জিনের আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
আয়োজনে ক্লান্ত রাত্রি ক্রমশ কাছিয়ে আসে ভোর সূর্যোদয়
সিগন্যালের ওঠানামা লাল বা সবুজ আলো সংকেত জানালে
কাল ভোরে কে কে কোনদিকে যাবে এসব নির্দেশ
ঠিক ঠিক তৈরি হলে রৌদ্রের সকালে
ব্যস্ততার ছুটি হবে বুকের ভিতর
দিনের রৌদ্রের মধ্যে অলৌকিক এক অন্ধকারে
ফুলষ্টিম বয়লারের সমস্ত ইঞ্জিনগুলি উদ্ধত পিষ্টনে
কে কোথায় নিরুদ্দেশে চলে যায় গন্তব্যের স্থির অভিমুখে
আর কোন দিন তারা এখানে ফেরেনা।

স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন

আমি তার অন্বেষণে উদয়াস্ত অস্তোদয় তীব্র প্রত্যাশায়
সমস্ত উদয় তীর্থ উৎস হ'তে ক্রমাগত ধারাবাহিকতা
নগর বন্দর গ্রাম মাইল মাইল জনপদ
নক্ষত্র নীলিমা রাত্রি বাতাসের উদ্যত আহ্বানে
ইতস্তত স্রোতোধারা, আদিগন্ত প্রান্তরের কার্পাস ডাঙায়
আশ্বিনের মেঘে মেঘে ভেসে
আমি আকাশ প্রদীপ থেকে
আলো আর উত্তাপের তথ্যটুকু সংগ্রহ করেছি
কিন্তু তার আকাঙ্খিত অবয়ব কোনদিকে কোথায় দৃশ্যের
অজ্ঞাত আড়ালে আছে চৈতন্যের অভিজ্ঞ উদ্বেগে
আমি তার ঠিকানা পাইনি
ঘামে ভেজা নুনে আঙরা দিন পার হয়ে
ঘুম নেই সারারাত নক্ষত্রখচিত
স্মৃতির কাঁটার শয্যা যদি বা কখনো
ক্ষণিক সুপ্তির করতল শিয়রে ছোঁয়ায়
তৎক্ষণাৎ সবকিছু টালমাটাল
ভাঙা জাহাজের পাটাতনের মতন
সমস্ত বিছানা খাট সামাল সামাল সব আলোড়িত বিঘ্নিত তন্দ্রায়
তখন শ্রুতির মধ্যে আকাঙ্খিত গানগুলি
অন্তর্গত দৃশ্যের প্রদীপে শিখায়িত সব ছবি
রামধনু রঙের বাহার
তখন শৈশব নদী জোয়ারে উদ্বেল
সাদা পালে দুরন্ত গতি
উদ্দেশ্য উধাও অভিপ্রায়ে
স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন চিরায়ত সেই ঋজু ধবল ঘোটক
তের নদী সাত সমুদ্রের দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে যায় সূর্যাস্তের দিকে।

সূর্যোদয়

এখন কয়েকটি শিশু জন্ম নেবে নগরীর নোংরা আস্তাবলে।
অতীতের অন্ধকারে নজরথ গ্রামের ছুতার
জোসেফ যেমন সেই হিমস্নাত ঠাণ্ডা ডিসেম্বরে
ভার্জিন মেরীর গর্ভে পেয়েছিল পৃথিবীর পরিত্রাতা উজ্জ্বল জাতক :
নিকটে অথবা দূরে কারা আছ প্রতিহিংসা প্ররোচক কৃতঘ্ন জুডাস,
কে তুমি শিশুর রক্তে পরিতৃপ্তি অন্বেষণে ছদ্মবেশী পুরোহিত বণিক লালিত ?
তবু দূরান্তর হ'তে স্বপ্নাবিষ্ট সমস্ত প্রসূতি
স্বপ্নের বেথেলহাম শহরের একাগ্র উদ্দেশে—
সারারাত, সারাদিন, পথে পথে, চড়াই উৎরাই,
বিশাল শস্যের ক্ষেত, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাইবিতান,
বন্ধুর পাহাড়ী পন্থা, সহযাত্রী পায়ে পায়ে স্বেদ ও শ্রান্তির
বীতনিদ্র প্রয়াসের নিরলস পরিক্রমা, স্বপ্নগুলি ক্রমান্বয়ে উৎস অভিপ্রায়ে—
সূর্য প্রতিবেশী এক ক্রান্তদর্শী নবজাতকের
অমল করুণাধারা, জল মাটি মানুষের কাছাকাছি কেউ।

কারও জন্য স্থান নেই নগরীর সুসজ্জিত সরাইখানায়।
রাজপথে জনস্রোত, ট্রেন ট্রাম ট্রাফিক টেম্পোর
পাশাপাশি স্টেটবাস লরী ঠেলা থৈ থৈ মগ্ন চারিধার ;
নাকি সেই অন্তঃসত্ত্বা স্বপ্নটির প্রতিবেশ প্রাচীন নগরী :
গাধার পিঠের বোঝা যৌথ হ্রেষা, উটের মুখের ফেনা, মেষপালকের
ছোটাছুটি, ব্যস্ত মুসাফিরখানা, ভবঘুরে, চিরন্তন বেনে সওদাগর,
সেপাই শান্ত্রীর হট্টগোলে ইতিহাস আলোড়িত বেথেলহামের
অন্ধকার আস্তাবলে পশুদের জাবনার গমলায়
নবারুণ বার্তাবহ অতিথির বিচালির কবোষ্ণ আশ্রয়
এখন প্রস্তুত আছে, আর সেই সুবিদিত নক্ষত্র সংকেত
বুঝিবা প্রসূতিস্বপ্নে ধীরে ধীরে হতেছে বিস্তৃত।
যখন অভূতপূর্ব অন্ধকার উত্তরের জানালায় রাত্রির বাতাসে,
উজ্জ্বল কয়েকটি শিশু ডিসেম্বর মাসের পঁচিশে
জন্ম নিতে পারে আজ কলকাতার নোংরা আস্তাবলে।

তের নদীর পারে

প্রভু কাকে বলে অপরাধ পাপ ও পুণ্যের
আকাশপাতাল খুঁটি আপেক্ষিক দু'পায়ের দশটি আঙুলে
অব্যর্থ ব্যালেন্স রপ্ত মাটি আর আকাশের ধ্রুব ব্যবধান
অতৃপ্তির দীর্ঘদাহ ক্রমাগত বিষুবরেখায়
অক্ষাংশের ঠিকানায় ঘুরে ঘুরে ঠিক ঠিক উদয়াস্ত ঋতু পরিক্রমা
উত্তর কখনও ভুলে দক্ষিণে মেশেনি
প্রভু তবু কোন স্খলনের অবৈধ তাণ্ডবে
অদূরে জ্যোৎস্নার আমন্ত্রণে
দৃশ্যায়িত চরাচরে মরা গাছ খরা নদী ফণিমনসা রুক্ষ বালিয়াড়ি
শীতের বরফকুচি অন্ধকার স্তূপে
মাছের রক্তের মত নিষ্প্রভ চাঁদের
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন শীতল আলোর আঁষ
কিংবা গ্রীষ্ম দাবদাহ সন্ধ্যায় ফুরালে
হুনে আঙরা বাতাসের বিশাল বোয়মে
প্রতিশ্রুত জ্যোৎস্নাগুলি জমে থাকে স্মৃতির ভিতরে
সুতরাং এ রকম জ্যোৎস্না নয়, জ্যোৎস্নার বাহিরে
বুকের ভিতর খুঁড়ে স্বপ্নগুলি অন্য এক চান্দ্র দিগ্বলয়
তখন স্নায়ুর মধ্যে আলোড়িত নদী বন টিলা ও প্রান্তর
তখন দশদিক দিগন্তের চারিধারে অপার্থিব জ্যোৎস্নার শাম্পান।

গান

গান ছিল তা'র গন্ধদিনের পেশল অহংকারে

সংক্রান্তির উতরোল ঝড়ে কবে কোন এলোকেশী
সাতটি রঙের সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল সমাহারে
তা'কে একা একা নিয়ে গেল ডেকে গোপনীয় অভিসারে
তখন জ্যোৎস্না কোজাগরী রাত ছিল কার প্রতিবেশী

কোন সুরধুনী কণ্ঠে শোভিত প্রবালের সাতনরী
পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে উপত্যকার ধারে
নীলিমা প্লাবিত দৃশ্যপুঞ্জে স্থাপিত সারাৎসারে
তা'কে চুরি ক'রে বন্ধ করেছে হিসাবের ঘড়ি

গানগুলি তার ধমনী শিরায় স্নায়ুর অগম দ্বারে।

খরা

এখন কেন্দ্রস্থ লাভা ক্রমশঃ কাছিয়ে আসে। উত্তাপে পরিধি
প্রান্তরে হারায় শস্য, আদিগন্ত উদ্ভিদ সমাজ
নিঃশব্দে আগুনে পোড়ে। প্রতিদিন সমস্ত নদীর
ভিতরে শুকায় নদী, গাছ নেই গাছের ভিতর,
নীলিমার ডানাভাঙা আর্তনাদ আগ্নেয় বাতাসে,
সময়ের চিতাভস্ম ঊর্দ্ধমুখী লাটাথাম্বা তৃষ্ণার করোটি,
পীতাভ রৌদ্রের মধ্যে দগ্ধ দৃশ্য, কাঁটাগাছ, উটের কংকাল।

এখন কোথায় তুমি সপ্তসিন্ধু তেব নদী বারুণী উৎসব ?
সপ্তাশ্ব সূর্যেব পথে সাতরঙা ধনুকচ্ছটায়
জলপ্রপাতের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, নীল অববাহিকার পর্যাপ্ত প্লাবন,
উপগ্রহ আবর্তনে উপসাগরের মুখে খাড়িতে খাড়িতে
ফেনিল জোয়ার স্রোত, নোঙর খোলার দিন, অন্তর্দেশ যাত্রার সময়
এখন কোথায় তুমি নিম্নচাপ বায়ুর স্বরাজ ?
নগর বন্দর গ্রামে বৃষ্টির উল্লাস।
তৃষ্ণায় দহনে তুমি
বাহাত্তর ইঞ্চি ফাটা পাইপের অবৈধ তাণ্ডব নয়, সহজ নির্ঝরে
আকাশ ওল্টানো বৃষ্টি, বৃষ্টির ছায়ায়
বৃদ্ধের স্বস্তির হাসি, কিশোরের চপলতা, গৃহস্থ বধূর
তৃপ্তির ভিতরে তুমি, গলাপীচে প্রবল বর্ষণ :
শ্রাবণের গুঁড়ো মেঘে ঘসাকাচে আবৃত পৃথিবী।

ব্যাণ্ডেল চার্চ

আমার জাহাজগুলি ডুবে গেছে কীর্তিনাশা ঝড়ে।
বন্দরের লেনদেন, পণ্যরাশি, অনুগত সেইসব সাহসী নাবিক
স্মৃতিকে পোড়ায় শুধু। প্রতিদিন ধ্বংসের প্রতীক
অন্তিম বাঁশির শব্দ শুনতে পাই প্রহরে প্রহরে।

প্রাচীন ডোরিক শিল্পে অভ্রভেদী পাঁচ শত পঞ্চাশ বছর
কেমন অম্লান ছবি কৃষ্ণচূড়া-সাজানো প্রাসাদ,
আকাশ প্রাঙ্গণ নদী, মাস্তুলের কীর্তিত স্বাক্ষর :
দারুজ আবহমান, প্রবাহিত সময়ের নেই অবসাদ।

আমার শরীরে ক্লান্তি। স্বেদ রক্তে অর্জিত স্বরাজ
মাতাল হাতির পায়ে নিষ্পেষিত। ক্রমায়ত নৈরাশ্যে স্থাপিত
আকাশ নীলিমাহীন, চতুর্দিকে দুর্যোগের আতঙ্ক প্লাবিত
ভেসে গেছে নবরত্ন দশদিকে এযুগের সাম্পায়োর ন'খানি জাহাজ

গোধূলি ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যা এল চিরন্তন পাখার ঝাপটে,
সেতুর ওপার হতে দূরের সমুদ্রে জাগে দক্ষিণ-বাতাসে,
তা'র অন্তরঙ্গ স্পর্শ রেখে যায় প্রান্তরের ঘাসে,
সমবেত বালকেরা গল্প শোনে কান্তিমান পাদ্রীর নিকটে।

ক্রমায়ত বালুচরে রাহুগ্রস্থ নদীটির সীমা
পার হয়ে অলৌকিক সে গল্পের ইতিহাস যদি পুনর্বার
আবর্তিত হতে পারে উদ্ভাসিত প্রত্যুষ আমার
অন্তর্গত জলস্রোতে খুঁজে পাবে সাফল্যের নিমগ্ন প্রতিমা।

চন্দ্রকেতু গড়

তখন জাহাজগুলি হয়তো বা ভেসে আসতো প্রাচীন বন্দরে।
মৌসুমী দেশের শস্য, বাংলাদেশ, বনরাজি, গৌড়ীয় দর্শন
পাথরে ক্ষোদিত শিল্প, তাম্রমুদ্রা, টেরাকোটা সমৃদ্ধ নগরে
বিচিত্র বিস্ময় নিয়ে পথ হাঁটতো আগন্তুক ভিনদেশী নাবিকের মন।
সন্ধ্যায় ঘণ্টার শব্দ; দেবালয়ে প্রদীপ, আরতি,
বিম্বিত কুণ্ডের জল, শেষ গোধূলির কাঁচা সোনা
উন্নত মন্দিরশীর্ষে। উপাসনালয়ে অধিপতি
স্বয়ং পার্ষদসহ উপস্থিত, বেদীমূলে মিহির ও খনা;
জলের নিকটে সিঁড়ি, পার্শ্ববর্তী রাজপথে ভীড়—
দু'হাজার বছরের আগেকার বেড়াচাঁপা কী শান্ত নিবিড়।
ততোধিক পুরাকালে করুণায় পথের দু'দিকে
ছড়াতো দ্বিতীয় গঙ্গা মুঠো মুঠো সোনার পেটিকা,
বিশাল ধানের ক্ষেতে ধনপোতা, দীর্ঘ হ্রদ, প্রাচীর পরিখা:
ধার্মিক রাজার খ্যাতি পুণ্যদেশে ছিল দিগ্বিদিকে।
আমরা কয়েকজন, ছাত্র, কুলি, তত্ত্বান্বেষী ওভারসিয়র
আমাদের কথাবার্তা, কৌতূহলে দৃশ্যমান এই পটভূমি
কোথায় হারিয়ে যাবে দূরতর কালের ভিতর
অথচ অম্লানভাবে বেঁচে আছ চন্দ্রকেতু তুমি—
বিস্তীর্ণ র‍্যাম্পার্ট দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্রে রক্ষিত সন্ততি,
শিশুর মাটির খেলনা, মন্দিরের কারুকার্যে চিরায়ত স্বপ্নের স্থপতি।
কেবল প্রাচীন স্মৃতি হাজার বছর ঘুরে হ'তে পারে গাঢ় সমুন্নত
যখন ঘটনাপুঞ্জ, ব্যক্তিগত ভালবাসা শিল্প ও সাধনা
দৃশ্যমান কাল হতে অতীতের অন্ধকারে হারায় প্রেষণা
ধ্বংসস্তূপ থেকে রাজ মহিমায় জেগে ওঠে সম্রাটের মত।
খনামিহিরের ঢিবি, চন্দ্রকেতু, অন্ধকার প্রত্নপারাবারে
নৈঃশব্দ্যের চিত্রনাট্যে আলোড়িত গৌড়ীয় সভ্যতা;
ক্রমশঃ বিক্ষতস্নায়ু, ঠাণ্ডাযুদ্ধ, অজন্মায় দাঙ্গা অনাচারে
আমরা কেমন করে কালগর্ভে রেখে যাবো আমাদের অন্তরঙ্গ কথা॥

সুনন্দা

সুনন্দা তুমি কি জানো ঘুম কাকে বলে
দুধের মতন ফেনা বিছানায়
ফুল নেই অথচ ফুলের
মাতাল মদির গন্ধ চতুষ্কোণ ঘরের সীমায়
শূন্যতা শমিত করে আধো আলো ছায়ার পৃথিবী
অলৌকিক সংলাপের নিঃশব্দ উৎসাব
কেউ তার বিশালতা অনিবার্য বিজয় গৌরবে
প্রতীপিত আকাঙ্খায় আপাদমস্তক
চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দিগ্বিদিকে আলোড়ন শরীরি সঞ্চার
জানালার আয়োজনে মনিপ্লাণ্ট দূরের আকাশ
তার সব দূরতর নক্ষত্রের দ্যুতি স্পর্শ করে
অস্পষ্ট সিলিংএ
বিশাল পাখির মত
ঘূর্ণমান ক্রমটনের ডানা
অন্ধকার আলোড়িত সেই নক্ত পাখির ডানায়
জ্যোৎস্নার জটলা
স্বপ্নের ভিতরে
ঘুমের বিছানা ঘর বুকশেলফ ক্যালেণ্ডার টেবিল রেডিয়ো
চতুর্দিকে নার্কোটিক তন্দ্রা নাকি আচ্ছন্নতা
মনিপ্লাণ্টে নক্ষত্রের স্তিমিত আলোক
সব কিছু ঘুমের মত
অথচ সেগুলি ঘুম নয় এই আবিষ্টতা
সুনন্দা তুমি কি কোনো ঘুমছাড়া বিকল্পের স্বাদ পেয়ে গেছ ?

অমল চন্দ-কে অর্পিত স্বপ্নবিষয়ক তরঙ্গগুলি

অমল, তোমার সঙ্গে বারান্দায় যাবার প্রস্তাব ক্রমশঃ দূরায়মান। মৃত সব নক্ষত্রের অন্ধকার রাত্রির কুহক নিথর বাতাসে ব্যাপ্ত: গাছের পাতায়, ডালে, জানালার গ্রিলে, বিয়োগান্ত এক আয়োজন। নৈঃশব্দ্য তরঙ্গে তা'র নিয়ে এল সেই দীর্ঘ অন্বিষ্ট হাঙর : তা'র লক্ষ তীক্ষ্ণ দাঁতে নৌকা, দাঁড়, হার্পুনের দড়াদড়ি, বৃদ্ধ নাবিকের শব।

২

এখন কেমন ক'রে দক্ষিণ সমুদ্রাগত বাতাসের হার্দ্য নিমন্ত্রণে, ধ্বংসস্তূপ থেকে আমি সাবলীল উঠে যেতে পারি, বরং যথেষ্ট থাকি একা, স্তব্ধ মহাপ্রয়াণের বীতশোক অভিপ্রায়ে শবযাত্রীমণ্ডলী সমেত, কেননা এখন রাত্রি শুধু রাত্রি নয় : স্লিপিং পিলের সখ্যে নার্কোটিক স্নায়ুপুঞ্জ, নির্বিকার ······স্বেচ্ছা-সমর্পিত। পৃথিবীর যাবতীয় হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত সম্পন্ন করার এখন সুযোগ শুধু : প্রতিধ্বনি হ'য়ে ফেরে সব আর্তনাদ, রাত্রি বারোটার হাসপাতালে সীট নেই; অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, ওষুধ, নার্স···নার্স···কেউ নেই ···সমস্ত হারিয়ে গেছে; কোরামিন-শূন্য শিশি, ফ্লুরোসেন্ট ঘষা করিডর। অথচ আঁধার হ'তে কারা যেন কথা বলে···কথা বলে···সমস্ত প্রহর। ক্রমশঃ শবের গন্ধে, অন্ধকার স্তূপ থেকে ধূসর ডানায়, চঞ্চুর তীক্ষ্ণতা নিয়ে ক্ষুধা নামে ঝাঁকে ঝাঁকে চিচককের পাখির মতন। বিপ্রতীপ প্রতিজ্ঞায় কেউ নেই; কোনও শব্দ কোনও আলো যখন বিরল, অমল, কেমন করে যেতে পারি সেই বারান্দায়!

কোথায় আকাশখানি ফুটে ওঠে পূর্ব দৃশ্যপটে : পাখিরা আবহমান দু'ডানার নরম পালকে, জাতকের আদি কান্না, দুগ্ধ দোহনের গুঞ্জরণ রাত্রির ধমনীতন্ত্রে প্রবাহিত হ'তেছে আবার। কোথায় ফুলের গন্ধ, কলতলার মারামারি, ট্যাক্সি-ট্রাফিকের চাকায় জঙ্গম দিন, সূর্য জলে ঊর্ধ্বমুখী খাড়া পেন্টোগ্রাফে; স্লিপিং পিলের রাত্রি, শিরঃপীড়া, আতঙ্ক বিষাদ চন্দনচর্চিত রৌদ্রে ব্যস্ততার সমুদ্রে হারালো।

৪

রূপালি বলের মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে মেঘে হাল্কা সেপ্টেম্বর, সমস্ত আকাশ থেকে অভ্রের মতন রৌদ্র, রৌদ্রের ভিতর হাজার সূর্যের দীপ্তি, রাত্রিরে হারানো সব নক্ষত্রের যৌথ উপস্থিতি : সে-সব নক্ষত্র সুখ, জ্যোতিষ্কের ধারাবাহিকতা হ'তে এক দীর্ঘতম শোভাযাত্রা : রাজপথে কান্তিমান পুরোহিত, শ্বেতাঙ্গসুন্দর নারী, ধর্মযাজিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর সব নারী, স্নিগ্ধ সেবা ফ্লোরেন্সের মত তারা নিদ্রাহীন নিবেদিতা সান্দ্র মমতায়।

৫

পৃথিবীর সব রক্ত, দিগ্বিদিকে আগ্নেয় দ্রাঘিমা···দ্রাঘিমা পেরিয়ে মৃত্যু কোটি কোটি, তর্কিত অক্ষাংশে ঝড, পরমাণু বিস্ফোরণ···সমস্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে কে কে সঙ্গে আছ স্থিতপ্রজ্ঞ, দূর পরিণাম শান্তির পবিত্র উৎসে চিরায়ত মানুষের জন্য অবিরাম, পৃথিবীর দীর্ঘতম শব্দহীন শ্বেত প্রসেশন : উদ্বেলিত সপ্তসিন্ধু, চিরন্তনী সঙ্ঘমিত্রা কে তুমি প্রতিভাময়ী বিজয় জাহাজে দেশে-উপমহাদেশে মানুষের দাহ নেই, উৎসারিত আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্নের স্বরাজ।

দুঃখ

এক একদিন এরকম অসুখ আমার
যার মূলে স্থির জানি লোকায়ত দুঃখ নেই
এরকম না সুখ না দুঃখ সময়ের বিকেন্দ্র চিন্তার
এক একদিন উদাসীন দিনগুলি অহেতুক ক্লান্তির ভিতর
প্রসববিহীন জ্বালা রমণীর অনুভব কিংবা
　　　　সুখ আগন্তুক জাতকের স্বপ্ন সম্ভাবনা।

ম্যাজিক জানি না

স্পষ্ট বলে রাখা ভালো, আমি কোনো ম্যাজিক জানি না
শুভ্র শ্বেত পারাবত টুপির ভিতর
কাটা সুতো জুড়ে যায় চক্ষের নিমেষে
বন্ধ সিন্দুকের ডালা খুলে রাজহাঁস পরী ও ড্রাগন
এক সঙ্গে তুলে এনে যখন যা খুশী আমি কিছুই জানি না।

নিরোধ

এখন মহিলাবৃন্দ পুরুষের মতই জানেন
কে কে অবাঞ্ছিত
কার ঝুঁকি সংসারের অতিরিক্ত বিড়ম্বনা
বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিখ্যাত প্রতিদিন ঘুমে জাগরণে
সতর্কতা
● আর
সেই সব বিজ্ঞাপিত প্রণালীর সন্তোষজনক
স্বাভাবিক ব্যবহারে আরব্ধ নিরোধ
বুঝি ক্রমাগত
বিচক্ষণ দম্পতির সুখী সুখী গৃহকোণে গ্রামোফোন শোভা
ছিমছাম স্বচ্ছলতা দীর্ঘ উপভোগ
এবং স্বর্গীয় স্বপ্ন রৌদ্র রঙ ঐশ্বর্যের প্রচুর উল্লাস
শুধু নষ্ট ভ্রূণগুলি নিরন্তর নষ্ট অন্ধকারে
ভৌতিক চিন্তার মত প্রত্যহের পিছনে বিক্ষোভ
তাদের বিস্মিত চোখে উদ্গত জিজ্ঞাসা :
এখন প্রেতের মত তোমাদের ভবিষ্য অবধি
প্ল্যানিঙের সার্থকতা
আমাদের নষ্ট দেহ শুক্রকীট অসম্পৃক্ত জীবকোষগুলি
তাদের গলিত ইচ্ছা পচাশব বিজ্ঞানসম্মত গর্ভপাত
পার হয়ে কতদিনে তোমাদের অভীপ্সার আলোর উৎসব ?

নৈঃসঙ্গ্য

কাউকে না বলে তুমি অভিপ্রেত বুকের সম্মুখে
কারণ এখন
সমস্ত আকাশখানি নক্ষত্রের অলীক যৌতুকে
সারারাত সমৃদ্ধ স্পন্দন,
নৈঃসঙ্গ্যের প্রতিবেশী কেউ আছ পাশাপাশি, আমি তার বিস্তীর্ণ অলকে
অসংখ্য তারার দীপ্তি দেখতে দেখতে স্মৃতিগন্ধে দিব্য উত্তরণ।

জীবন যৌনতা মৃত্যু অন্তর্গত দিগন্তের ত্রিধা ত্রিপিটক।
পরিধি পেরিয়ে যায় কেন্দ্রাতিক সীমান্ত গৌরব,
দেখেছি একক
চেষ্টার আড়ালে আছে সব আলোড়ন। মগ্ন অনুভব
আকাঙ্খিত সান্দ্রতায় পৃথিবীর সমস্ত উল্লাস,
নিঃশব্দে শ্রুতির দ্বারে দিনগুলি ধ্বনিত নির্যাস।
দিবসে প্রগল্‌ভ সূর্য প্রত্যহ কপট বিজ্ঞাপনে
অথচ বুকের মধ্যে স্তব্ধ অন্ধকারে
কয়েকটি সবিতাস্বপ্ন রয়ে গেছে একান্ত গোপনে,
বিনীত যাত্রায় তুমি ক্রমান্বয়ে দূরে যাও নগ্ন অহংকারে
সে হেতু স্পর্ধায় আমি স্বরচিত উপেক্ষা অপ্রেমে
প্রতিদিনই সূর্যমুখী প্রতিদিন পুড়ে যাই নৈঃসঙ্গ্যের প্রেমে।

যাত্রা

আমন্ত্রণ আছে কিংবা নেই এই সব না জেনেও
কেন উৎসবের ভিতর মহলে
বারংবার যাতায়াত
কেন রোজ সমর্পণ, অনুতপ্ত বিস্মৃতির অমোঘ দহনে
নিঃসঙ্গ আহুতি
দিগ্বিদিকে শৈশব সমুদ্র স্মৃতি ঠিকানার নক্ত বিস্ফোরণে
মাথার ভিতরে ঘোরে জ্বলন্ত অঙ্গার
ধমনী শিরার মধ্যে সংক্রামিত লাভার উত্তাপ
আলোড়িত ফুসফুসের উদ্গত প্রশ্বাসে
ভস্মীভূত সময়ের অবিনাশ নশ্বরতা বাতাসে ছড়ায়
তবু কেন আদিগন্ত ধ্বংসস্তূপে নির্মিতির গোপন ঝিনুকে
উৎসবের মেঘে মেঘে মৃদঙ্গ বাজানো
উন্মেষের অভিলাষী আবহ জমেছে
অশ্রুত শব্দের ছন্দে দৃশ্যের ভিতরে দৃশ্য সমস্ত পিপাসা
কেন এক ঠিকানার ধ্রুব অভিমুখে
আমন্ত্রণ আছে কিংবা নেই না জেনেও বারংবার।

মহুয়া

মহুয়ার জন্য কেউ মাতাল হলেই
বুকের গহনতম আদিম জঙ্গলে
সমস্ত ভাল্লুকগুলি একে একে
চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে অনর্গল
উঠে আসে মগজ অবধি
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের দিন মাইল মাইল খরা মাঠ
নিঃশব্দে পেরিয়ে
সূর্যাস্তের সান্দ্রতায় দিগন্ত অবধি জ্যোৎস্না
আর সেই অলৌকিক চরাচরে জ্যোৎস্নার বন্যায়
সমস্ত আকাঙ্খাগুলি আধোচেতনার দরোজায়
নেশায় বেহুঁশ
আকাশের কালো শ্লেটে আঁকিবুঁকি স্মৃতি চকখড়ি
নক্ষত্রের অক্ষর সাজায়
চতুর্দিকে উথোলপাথোল রাত্রি
দৃশ্যান্তর মহুয়ার গাঢ় আমন্ত্রণ
ঝিম ঝিম চেতনার গহন পরিধি।
মহুয়ার জন্য কেউ মাতাল হলেই
বুকের গহনতম অরণ্যের ভিতর মহলে
লোমশ ভাল্লুকগুলি ঘোরাফেরা শুরু করে নরম থাবায়
তখন তাদের দাঁতে ধার নেই
তখন তাদের নখে বিষ নেই
চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার প্রপাত
মহুয়ার গন্ধলীন মাতাল সময়
ক্রমাগত ঝরে পড়ে অলৌকিক চোখে মুখে চোয়াল চিবুকে।

জন্মদিনে রচিত কবিতা

কিছুই অমর্ত্য নয়। এই সব দিনগুলি, কতিপয় মৃন্ময় বাসনা :
কেবল আকাশমুখী অন্বেষণে রৌদ্রের ভিতরে স্বপ্ন, স্বপ্নহীন রাত্রি জাগরণ,
রোদ্দুরের ক্ষমাহীন অহংকারে ঘামের লবণ,
সময়ের দেউড়ি পেরিয়ে
কে কোথায় আছ কিংবা নেই
দিগ্বিদিকে উন্মোচিত দিগন্ত অবধি—
যখন যে দিকে চাই তীক্ষ্ণ দূরেক্ষণে
অমরতা টমরতা কিছুই দেখিনা।
নির্জন ঝর্নার পাশে কেউ নেই কাছাকাছি, ঘুমন্ত সিংহের
শিথিলতা ছুঁয়ে যায় সরু ঠ্যাং ইঁদুরের কিঞ্চিৎ বিক্রম ;
অদূর বনান্তরালে
নির্বিঘ্নে যূথের মধ্যে চিরায়ত হরিণ পিপাসা
প্রতিবিম্বে মুখ দেখে
শিং নাড়ে
অনায়াসে জল খায় সতৃপ্ত জিহ্বায়
এবং পাখিরা অবিরাম তাদের ডানায়
মাইল মাইল ব্যাপ্ত পৃথিবীর নদী ও নীলিমা
অরণ্যের সান্ধ্য ভাষা
পাহাড় পাহাড়তলি, নদী অববাহিকার শ্যাম সমতলে
বৃষ্টিপাত, খরা ও প্লাবন :
চিরন্তন খড়কুটো তুই ঠোঁটে নীড়ের কল্পনা।
সার্থকতা বলে কিছু নেই বা ছিল না :
গহন পাতালে কেউ অন্ধকার সময়ের আদিম অঙ্গার,
কেউ সূর্যসাক্ষী বর্তমান পৃথিবীর
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্লোরোফিল রেণু রেণু ইচ্ছার যৌতুকে
চতুর্দিকে বিস্তারিত ডালপালা, শাখা প্রশাখার ব্যগ্র পাতায় পাতায়
সবুজের সারাৎসার সবিতা সংশ্লেষ।
কিছুই অমর্ত্য নয়। কে পতঙ্গ কে ম্যামথ কিছুই জানিনা :

যোনি থেকে চিতা
যখন যেদিকে খুশী উন্মেষের স্বাভাবিক গতির তীব্রতা ;
অভিপ্রেত উদ্বর্তনে কাকে বলে সার্থকতা কাকে বলে অমরতা কিছুই জানিনা ।

আন্দাজ

যখন আন্দাজ নেই বিস্ফারিত কোন প্রত্যাশার
দীর্ঘ ডালপালা
কেন রৌদ্রহীন নীল বিস্তীর্ণ আকাশগুলি স্বপ্নের ছায়ায়
মহীরুহ আকাঙ্ক্ষার মূর্ত অবয়ব
বুকের ভিতর
শতধা বিস্তৃত
শাখা ও প্রশাখা
ইচ্ছাগুলি আন্দোলিত প্রজাপতি, অবিরাম সবিতা সংশ্লেষ
সবুজের মহোৎসবে
কেন আমন্ত্রণ
জলশূন্য হাইড্রান্ট তবু তুমি প্রতিদিন অ্যালার্ম সিগনালে
ফায়ার ব্রিগেড
ততক্ষণে শহর শহরতলি
ক্রমায়ত অগ্নিকাণ্ডে নিশ্চিত অর্পিত
ঠিক তুমি কোনোদিন সঙ্গত বিধানে
আশা কাকে বলে জানার কৌশল
আয়ত্তের মুঠোয় পাওনি
তাই তৃষ্ণা জল নেই
তাই মৃত্যু জন্মহীন
রাত্রিগুলি উদয়ের ঠিকানা জানে না
সূর্যাস্তের অন্ধকার শুরু হলে তোমার রাত্রির
সীমানা ক্রমশঃ দূর দূরান্তর দৃশ্যের আড়ালে
সরে যায় সময়ের অপচয়ে বিধ্বস্ত আন্দাজ
সমস্ত প্রত্যাশাগুলি ছুড়ে দেয় অতল গহ্বরে ।

গোধূলি

গোধূলির পানপাত্রে গাঢ় নেশা জমেছে অনেক
সূর্যাস্তের দেশ কোথা জানা নেই, কনে দেখা আলো
শুধু ঘর ফেরা চোখে। লালদিঘি মুখের দর্পণে
স্বয়ংবরা সন্ধ্যাতারা নতমুখ লজ্জায় দাঁড়ালো।
মধ্যাহ্নের স্বেদশ্রান্তি প্রশমিত এখন সম্মুখে
লোকায়ত স্রোত দ্যাখো উত্তরঙ্গ সমুদ্র বিস্তার,
রেস্তোরাঁ, ঘাসের পার্ক, সিনেমার সান্দ্র প্রতিবেশে
মৃদঙ্গের প্রতিধ্বনি বারংবার সন্নিহিত বুকে।
দৃষ্টির আড়ালে জ্বলে মেঘে মেঘে দিনান্তের চিতা,
অবয়বে অবক্ষয়, ধমনীতে দীপ্র এক নেশা,
আয়ত চোখের চৈত্রে কৃষ্ণচূড়া সাজানো বিকেল
সতেরো ঘণ্টার রাজা, দুই চোখে অপার অন্বেষা।
সংবিধান ভাঙে গড়ে জলস্রোত খোঁজে ভিন্ন দিক ;
স্বর্ণ, নারী, রীতি-নীতি আদর্শের বন্দিত প্রতিমা
সময়ের ক্রীতদাস, স্থিতি হীন আরূঢ় মহিমা ;
গোধূলির আবহমান ঘরফেরা ইচ্ছার প্রতীক।

নষ্ট

আরো এক দিনের বয়স নষ্ট গর্ভপাতে
শুধু কাল রাত্রির ভিতর
গাঢ় ঘুম ঘুমের ছায়ায়
ইতস্তত স্বপ্নগুলি ছিল পরিত্রাণ
এখন কোথাও কোনো স্বপ্ন নেই
রোদ্দুরের জানালায় এখন কোথায়
আন্দোলিত হাতগুলি পর্দা থেকে বিদায় বিদায়
অভিপ্রেত আমন্ত্রণে ছবি হয়ে স্মৃতিতে জাগে না।

ভগ্নদূত : উ নি শ শ' পঁ য় ষ ট্টি

তুমি তো ভালোই আছ। হাস্নুহানা, গোলাপ বাগানে
প্রথম যৌবন তুমি পা-ছড়িয়ে জ্যোৎস্নার ভিতর
দক্ষিণ সমুদ্রাগত উত্তেজক বাতাসের সঙ্গে যেন মেতেছ সঙ্গমে,
ধমনী শিরায় তন্ত্রে মৃদঙ্গের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।
তোমার আকাঙ্ক্ষা মাঝে আক্ষেপের মত আমি অথচ একদা
ছিলাম সূর্যের কাছে, অবিরাম কয়েকটি ঝর্ণার ইজারা,
সমুদ্রের কণ্ঠস্বর প্রতিবেশী, আমগাছে শালিখ দম্পতি,
দাউ দাউ চেতনার আদিগন্ত চৈত্রের আকাশ,
সঙ্গিনীর জন্য ব্যাকুলতা—এই সব জমা ছিল বুকের ভিতর ;
একদিন দিবারৌদ্রে সকাল দশটায়
কারা যেন যথাযথ বিবেচনা বিচার-পূর্বক
আমার সমস্ত কিছু নিতান্ত জলের দরে নীলামে বিকালো।

এখন চব্বিশ ঘণ্টা পথে পথে শীত-বর্ষা, রূঢ় রৌদ্র, জুতোর পেরেক
তালুর ভিতরে ঘোরে, জামার পকেটে, বুকে, পিঠের ঝুলিতে
অ-সুখী এক্সপ্রেস চিঠি, আতঙ্ক-জাগানো টেলিগ্রাম :
গুপ্ত-হত্যা, ঠাণ্ডা যুদ্ধ, ফলিডল-মেশানো শরবতে
বন্ধুর অন্তিম ঠোঁট, চন্দ্রাতপ তেজস্ক্রিয় ভস্মের আকাশ ;
পীড়িত মধ্যাহ্ন কিংবা থ্রম্বসিস আক্রান্ত সন্ধ্যায়
এই সব অনিবার্য দুঃখ নিয়ে যেতে হয় তোমার নিকটে।

এই সব চিঠিগুলি পোষ্ট করে পুণ্যবান কারা প্রতিদিন ?
মঙ্গল গ্রহের দিকে রকেটের অব্যাহত গতির গৌরব ;
যদিও সম্প্রতি, বুক, ভালবাসা অগোচরে ছিঁড়ে খায় শেয়াল-শকুন
উনিশশ' পঁয়ষট্টি সনে জুনমাসের সুদীর্ঘ বিকেলে
কে তোমায় দিতে পারে জন্মান্তর, জ্যামিতিক নদী-উপনদী ;
অস্ফুট সকালে কিংবা রৌদ্রে রৌদ্রে নিভন্ত বিকেলে
এই সব অলৌকিক সমাচার নিয়ে যাই তোমার নিকটে।

গ্যালাতিয়া

স্বপ্নকে দিয়েছি মূর্তি গ্যালাতিয়া, পৃথিবী আমার।
কয়েকটি ঝর্ণার উৎস শঙ্খস্তনে অদৃশ্য গোমুখী
আলোড়িত অশ্রুত স্তব্ধতা
শব্দহীন মগ্ন আলোড়নে
আদিম নগ্নতা রতি বাতাসে বিদিত জানি স্ফুরিত অধরে
আকাশ নক্ষত্র নিয়ে ক্রমশ কাছিয়ে আসে অদৃশ্য চুম্বনে
আকাঙ্ক্ষিত অবয়ব জ্যোৎস্নাময় যামিনীকে করেছে গভীর।
গভীরতা। অন্ধকার সিক্ত গভীরতা!
মৃদঙ্গ মহুয়া নেশা জেগে উঠলে কাঁপা পদনখে
স্নায়ুর পতন ঘটে। হে মৃন্ময়ী, অন্তর্গত শিল্পের দ্যোতনা
বেদনার সহোদরা ঝড়ের মতন তুমি উতরোল বুকের বন্দরে
সহসা বন্দর

সামাল সামাল

টালমাটাল জাহাজ নাবিক।

উপক্রুত দিনগুলি। তবু অনায়াসে
গোধূলি সাজিয়ে রাখি তোমার চিবুকে,
চৈত্র দুই চোখে,
দক্ষিণ জানালা খুলে সমুদ্র হৃদয়।
নির্বাচিত শব্দে শব্দে ছবি গানে ভাস্কর্যের দিব্য সুষমায়
তোমাকে গড়েছি আমি নিরুত্তাপ উত্তাপের অন্বেষায় মৌন তিলোত্তমা
ইদানীং বড় ব্যস্ত। ক্ষুধা তৃষ্ণা স্থূলতাপ্রধান
অবশ্যকর্তব্যকর্ম, জীবিকার অন্ধতায় মূঢ় ক্রীতদাস
নির্জনে নৈঃসঙ্গ্য ছেনে তৃপ্তিহীন পিপাসা মেটার
তোমাকে গড়েছি স্বেদ-শ্রমে যুক্ত গ্যালাতিয়া প্রতিমা আমার।

অ্যালার্ম ক্লক ড্রিম

অনিন্দিতা, সাবধানে চলা ফেরা করো।
দ্রুত যাতায়াত ভালো কিন্তু সপ্রতিভ
দ্রুতির ধারালো
ভঙ্গিমা তোমার নেই এবং তোমার শাড়ী স্বাভাবিক কারণবশত
এখন শিথিল
শিথিলতা হঠাৎ হোঁচট
এখন তোমার
হাতের কাচের গ্লাস গ্লাসের ভিতর
সমস্ত পিপাসাটুকু সশব্দে মাটিতে প'ড়ে হ'বে ছত্রাকার।

এখন সহজ থাকো, না হ'লে আমার দীর্ঘ শিরঃপীড়া, না হ'লে আমার
মাথার বালিশে কাঁটা, অনুভবে বিদীর্ণ তীক্ষ্ণতা
বিশ্রাম বিঘ্নিত করে; পিছনে তোমার
কাচের ফ্লাওয়ার ভাস দেওয়ালে আল্‌মারি
আল্‌মারি সাজানো ত্যাখো ভঙ্গুর বাসনে।

অন্যমনে যেয়োনা হঠাৎ।
এভাবে সমস্ত কিছু, ফুলদানি পোর্সিলিন টব
টেবিলে রেডিও ঘড়ি বাতিদান কেৎলি ও বোয়ম
একদিন স ম্মু খে আ মা র
সম্মিলিত দুর্ঘটনা পতনের শব্দে চূর্ণ হ'বে।

মৃত্যু

সব কিছু যথারীতি। বিস্ময়ের কিছুই ঘটেনা,
কেবল কয়েকদিন কেউ তার চেয়ারে বসেনা
জামা ঝুলে থাকে দেয়ালের হুকে :
ঠিকানায় চিঠিগুলি কিছুদিন ঘুরে ফিরে আর
কোনোদিন ভুলেও আসেনা
এবং অজ্ঞাতসারে কেউ দরোজার নেমপ্লেট খুলে নিয়ে যায়।

আরোগ্য

হঠকারিতায় তুমি কত আর দূরে যেতে পারো ?
মাথার উপরে ছ্যাখো নক্ষত্রের আগ্নেয় আকাশ
আকাশ ওলটানো শূন্যে দাউ দাউ চেতনা প্রগাঢ়
প্রচুর রক্তের মত চতুর্দিকে ছড়ানো পলাশ ।
এখন নদীর বুকে বিপুল পিপাসা,
বনানী নীলিমাহীন—
যখন যেদিকে যাও,
যেদিকে তাকাও
আর্তনাদ ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষা
মানুষের জানা নেই ।
শৈশবের সমর্পণ, বয়স্ক ভাবনা
কেমন শুশ্রূষাহীন শুয়ে আছে
রক্তমাখা দীর্ণ অবয়বে !
বারুদ মাখানো রৌদ্র পূবে ও পশ্চিমে
দক্ষিণে ও বামে ।
পৃথিবীর দৃশ্যগুলি ক্রমশঃ পেয়েছে কেন্দ্র বন্দুকের নলের ভিতর ।
তর্কিত অক্ষাংশে ঝড় । থ্রম্বসিস আক্রান্ত দ্রাঘিমা ।
ক্রমান্বয়ে ধ্বংসমুখী সময়ের ম্লান অন্বেষায়···
শেষ আবেদনে···
করুণাবিহীন এই অন্ধকার যুদ্ধ ও মড়কে
হঠকারিতায় তুমি সূর্যমুখী কোন সমাধানে
শান্ত-শ্বেত পরিণাম ফিরে পেতে পারো ?
সময় । সময় শুধু । এই রক্ত, আর্তনাদ
প্রবহমানতা
ক্রমাগত দ্বন্দ্বে-দ্বন্দ্বে ইতিহাস আয়োজিত
সংহত সাগরে
একদিন দিতে পারো অর্জিত সুখের নশ্বরতা ।

বিকীর্ণ তাপের পরিণামে
প্রাপ্ত শীতলতা,
উত্তাপের ধর্ম তুমি জানো।
তাই স্বেদ-সিক্ত দিনে বিনিদ্র রাত্রির অন্ধকারে
আলোর পিপাসা আমি
বনস্পতি অপেক্ষায় শব্দহীন বিপুল বিস্তারে
ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখি অগোচরে বুকের গহনে।
দিগ্বিজয়ে সাধ নেই। আকাঙ্ক্ষায় ঘনিষ্ঠ মিত্রতা
বুকের প্রদীপে জ্বালি, সুষমায় ক্লান্তিহীন সেবা ও মিনতি
প্রতীকের মত রাখি চিরন্তনী রমণীর মুখে ;
রক্তপাত, পিপাসার্ত আর্তনাদে সুস্নিগ্ধ শুশ্রূষা :
হাসপাতালে আরকের গন্ধলীন সজ্জিত টেবিলে
আরোগ্যের সারাৎসারে নাতিদূর নিরাময় দক্ষ ব্যবচ্ছেদে।

ভালোবাসা

পুনর্বার আমন্ত্রণে
আমি কি ফিরে যাবো ?
না। না-না।
তবে
একদা তা'র সমর্পিত দেহ
দেহলতার গন্ধটুকু
স্মৃতির কিংখাবে
যত্নে রেখে
ভালবাসার
ঘোচাবো সন্দেহ !

চৈত্রে

দূরে স'রে এসে যেতে হয় তবু তোমার নিকটে।
মন্দ্রিত মেঘের বর্ষা, নিদাঘের উজ্জ্বল বিকাল
বড় একা মনে হয়। আকাশের ব্যাপ্ত দৃশ্যপটে
মেঘে মেঘে ভাদ্র যায়, হেমন্তের প্রতিধ্বনি পীতাভ মরাল
কুয়াশার ডানা মেলে মাঠের শূন্যতা হ'তে উড়ে যায় সন্ধ্যার ভিতর

অন্তহীন যাত্রিকের স্বেদসিক্ত পরিক্রমা সমস্ত যৌবন
রক্তপাতে উৎপীড়িত, ঝড়ের দাপটে ডুবে যায় উত্তমাশা,
'বাঁচাও বাঁচাও' বলে আর্তনাদ চতুর্দিকে, তুমিও তখন
প্রতিকূল সময়ের অত্যাচারে মগ্ন ভালোবাসা
প্লাবিত ধ্বংসের স্রোতে অনেক পেরিয়ে শব স্মৃতির কংকাল
আপাতত দৃশ্যান্তরে পা-বাড়িয়ে খুঁজে নাও সপ্তম পাতাল।

পুনর্বার চৈত্রে তুমি কৃষ্ণচূড়া পলাশ শিমূলে
উত্তরোল রঙে রঙে হাওয়ায় হাওয়ায় সমুদ্রের দ্বার দিলে খুলে।

দক্ষিণের জানালায় যৌবনের চিহ্নবহ উত্তাল বাতাস
হৃদয়ে জেগেছে আজ দিগ্বিদিকে চৈত্রদিন রুদ্রাক্ষ গৈরিকে,
বুকের ভিতরে বাজে গাজনের জয়ঢাক শব্দিত উল্লাস।

শহর শহরতলি শূন্য প্রান্তরের বুকে দগ্ধ দৃশ্যাবলী
কেমন প্রবল রৌদ্রে জমা হয়। দিনগুলি মশালের মতন পলাশে
রাত্রিকে জাগিয়ে রাখে নক্ষত্রের সমাহারে আগ্নেয় বিশ্বাসে
অন্তর্গত গানে গানে বেজে উঠি তুমি আমি স্তব্ধ বনস্থলী।

আঞ্চলিক

ধমনীর দিগ্বিদিকে সমুদ্রে যাওয়ার কথা ছিল
তবু পরিমণ্ডলের স্থির প্রত্যহের সীমানা পেরিয়ে
কোনদিন সমুদ্র দেখিনি।
অনর্গল শুধু এক নদী আছে স্বপ্নময় হৃৎপিণ্ড অবধি :
যাকে ছুঁয়ে মফঃস্বল শহরের ক্লান্ত দিনগুলি,
চটকলের জেটি ক্রেন চিমনি ধোঁয়া,
জুবিলি ব্রিজের আড়াআড়ি
লঞ্চ ঘোরে এপার ওপার…
অন্ধকার রাত্রির ভিতর
নৌকোর গলুই দোলে জোনাকি লণ্ঠনে,
জোয়ারের শব্দ গন্ধ বালুচর কেঁপে ওঠে দূরের গির্জার
গম্ভীর ঘণ্টার শব্দে, নারিকেল বনের আড়ালে
পুরোনো মন্দিরগুলি লোনাধরা ম্লান টেরাকোটা
অশথের শিকড়ে স্থাপিত।
রাত্রির নির্জন ঘুম চলকে ওঠে বাফারের প্রচণ্ড আওয়াজে।
স্মৃতি কিংবা ন্যায়
টোলবাড়ির ভাঙা ধ্বংসস্তূপে প্রত্নের বিষয়
ক্রমশঃ শহর তুমি গলি ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি কল-কারখানায়
ক্রমায়ত জগদ্দল স্বেদসিক্ত অন্নহীন শ্রমের লবণে।

হাঙর

কেন তুমি অবিরাম হাঙর দাঁতের
বিশাল চোয়ালখানি খুলে রাখো সম্মুখে আমার
সব কিছু ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুমি হে বেদনা
সমস্ত ডুবিয়ে দাও লবণাক্ত সময়ের জলে
আমি প্রতিদিন মৃত ছিন্নভিন্ন নানা আয়তনে
পূর্ণতা স্থলের ঘ্রাণ চৈতন্যের ঋজু উত্তরণ
কীর্তিনাশা স্রোতে ভাসি শকুনের সাথে।

দিনগুলি

বরং প্রস্তরযুগ ছিল ভালো, জানি তোমাদের
প্রকৃতি আবহমান লুণ্ঠনের নানা ছদ্মবেশে
মন্দির মসজিদ গির্জা পুরোহিত ধর্মের সঞ্চয়,
ঈশ্বর প্রেরিত বাণী ম্লান হলে রাজকীয় বংশ পরম্পরা
পুঁজি আর মুনাফার ক্রমায়ত ঐশ্বর্যে প্লাবিত,
চিরকাল আমাদের লাশগুলি রথের চাকায়,
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে অসহায় আর্তনাদে উল্লাসিত অ্যাম্পিথিয়েটার,
মানুষের মুখ থেকে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখের
উপাদান কেড়ে নিয়ে স্বীয় ব্যাভিচারে
নানা কূট রীতিনীতি সংবিধান সঙ্ঘ ও সমিতি,
তবু বারংবার বুকে ক্রুশ কাঁটা বিষ বা বুলেটে
ক্রীতদাস রক্তে মিশে হাজার হাজার কণ্ঠস্বরে
সমুদ্রের প্রতিধ্বনি ক্রমশঃ নতুন এক স্বপ্নের পৃথিবী :
দু'বাহুর স্বেদ-শ্রমে লবনাক্ত দিনগুলি, উদ্বেলিত শিরা ও ধমনী।

রাত্রি বারোটা পাঁচ মিনিটে

আঠারো ঘণ্টার শ্রম দীর্ঘায়ত দিনগুলি ক্ষুধা ও সন্তাপ
নাগরিক ধুলো ধোঁয়া শিরঃপীড়া লবনাক্ত ঘাম
সমস্ত ট্রাফিক জাম ভীড় ভেঙে জংশন পেরিয়ে
একদিনের জার্নি শেষ একদিনের মুদ্রা বিনিময়ে
আক্ষেপ কুড়িয়ে একা নৈঃসঙ্গ্যের সমুদ্র সীমায়
আদিগন্ত মোহনার নিঃশব্দ বিস্তার
সমর্পিত নদীগুলি স্রোত নেই স্থিরতার অজস্র বদ্বীপে
স্মৃতিগুলি ধীরে ধীরে ঘনীভূত এরকম সমাপ্তির স্বর্গীয় নির্জনে
ঘুমের বিছানা নারী তার কাছে যাবার আগেই
কয়েকটি রেখায় তুমি পাণ্ডুলিপি উৎকীর্ণ অক্ষর।

অন্য সূর্যাস্ত

দিনান্তের সূর্যমুখী বেঁকে যায় বিসর্জনের ঘাটে জ্বলন্ত পশ্চিমে
সারাদিন লণ্ডভণ্ড সময়ের ছত্রাকার চিন্তাভস্মগুলি
ক্রমশঃ থিতিয়ে এসে গাঢ় করে বিলম্বিত গ্রীষ্মের বাতাস
সমস্ত দিনের ক্রমাগত রক্তপাত
ভবঘুরে জীবনের অন্নহীন ক্ষুধার শূন্যতা
দিগ্বিদিকে হন্তারক ইচ্ছাগুলি কুশীলব একে একে নিঃশব্দে দাঁড়ায়
এবং তরল এই গোধূলির রক্ত মাখা বিশাল শরীর
ধীরে ধীরে বাষ্পায়িত মাইল মাইল ব্যাপ্ত দিগন্ত সীমায়
দিগন্ত পেরিয়ে দ্যাখো রক্তে রক্তে অলৌকিক মেঘকে ভাসায়
একটি দিন শেষ হলে
একটি সূর্য অস্তের তিমিরে
আমাদের দুঃখহীন সুখগুলি
আমাদের সুখহীন দুঃখগুলি আরও রক্তে সিক্ত হয়ে গেল
তবুও প্রার্থনাগুলি অবিনাশ বাহুর উত্থানে
যেখানে প্রাক্তন স্মৃতি যন্ত্রণার ধূপে
সময়ের অন্ধকার পার হয়ে আরও বহু দিনের অন্বেষা
বুকের ভিতর রাখে। যখন দিনের
আলোয় উজ্জ্বল মুখ মানুষের সঙ্গে মানুষের
প্রাত্যহিক দিনগুলি
স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন
যখন নদীর জলে রক্ত নেই দূরের মেঘের সমাহারে
শ্বেতাব্জ সুন্দরতম বাসনার তৃপ্তির প্রহর
জলে পা ডুবিয়ে
পার্থিব দিগন্ত রেখা অপার্থিব স্বপ্নের শৈশব
খেলা করে নিশ্চিন্তির প্রার্থনায় গোধূলির সান্দ্র চরাচরে
কারণ পিছনে তার কেউ নেই হত্যাকারী কোনও অন্ধকার
উদ্ধত কৃপণ হাতে জেগে নেই মূর্তিমান শোণিত পিপাসা।

তৃষ্ণা

তুমি চৈত্র নিষ্ঠুরতা ক্রমাগত আমাকে জ্বালাও,
বিশাল খরায় মাইল মাইল দাহ, বনস্পতি পিপাসাকাতর :
প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষায় শিকড়ের বিনিদ্র বিস্তার
ক্রমশঃ ফুরিয়ে যায়, ধূলার উত্তাপে
লুটোপুটি খেতে খেতে শালিখ দম্পতি
বিস্ফারিত চঞ্চুর জিহ্বায় সন্তাপ নেভায়,
তুমি কতটুকু তৃষ্ণাটিকে দাও উপশম।
আমি সারাদিন ঘরে কিংবা ঘরের বাহিরে
পথে পথে পথের অন্তিমে
গ্রামে গঞ্জে, গঞ্জের খেয়ায়
তিরতিরে নদী পারাপারে
দূরাগত সন্ন্যাসীর মতন গাজনে
শীতল হবার গানে উদয়াস্ত সানন্দে মেতেছি।
তুমি নিষ্ঠুরতা কবে কোন সুদূর অতীতে
পিপাসার বীজগুলি পুঁতেছিলে বুকের ভিতরে
তারপর একদিন অনায়াসে চৈত্রের মতন
নীলিমা নিঃশেষ ক'রে
দিগন্ত পেরিয়ে অন্য দিগন্তের অদৃশ্য সীমায়
নদীকে পাঠিয়ে দাও, অবিরল বৃষ্টির আশ্বাসে
সমুদ্র ফতুর করো রোদ্দুরের প্রচুর উৎকোচে ;
আমি প্রতিদিন চড়কের প্রাণান্ত কৃচ্ছ্রতা :
অভিপ্রেত তৃপ্তি খুঁজে দিগ্বিদিকে পিপাসার শূন্যতায় বাঁচি,
কতদূরে পরিত্রাণ, উথাল পাথাল ঝড় অবিরাম বৃষ্টির ভিতর
নতুন নতুন নদী সঞ্জীবিত নীলিমায় তপ্ত বালিয়াড়ি।

হরিণের মৃত্যু

সম্মিলিত ছায়া আর রোদ্দুরের গাঢ় অহংকার
অরণ্যের নিঃশব্দ গহনে
প্রত্যহ তাদের জন্ম অলৌকিক ইচ্ছার সঙ্গমে
স্তনের শৈশব শেষ কচি-পাতা ধারালো দাঁতের
রোমন্থনে জীর্ণ হলে পরিণত খুরে
যৌবন লাফিয়ে ওঠে ক্রমায়ত শৃঙ্গের প্রশাখা
ত্বকের মসৃন আভা অর্জনের অপেক্ষা ফুরালে
বনের ভিতরে কেউ গোপন থাকে না
তখন বনান্তরাল উন্মোচনে উৎক্ষিপ্ত পিপাসা
উৎসারিত নির্ঝরের প্রতিবিম্বে নিবোধ মুগ্ধতা
বাঘের হুংকার ভোলে কখন অজ্ঞাতসারে আক্রমণ
আর্তনাদ কণ্ঠনালি ছিন্ন করে রুধীরাক্ত রম্য অবয়ব
নতুবা মরণ ফাঁদ যূথচ্ছিন্ন নাগপাশ লতার বন্ধনে
সুস্বাদু মাংসের লোভ ত্বকের লাবণ্যরাশি
ক্রমশঃ কাছিয়ে আনে শিকারীর লোলুপ কৃপাণ

ঝরাপাতা

ঝরা পাতা পাতা ঝরা এল এল চৈত্র চেতনায়
আর একটি ফাল্গুন ত্যাখো উন্মোচিত রক্তিম কিংশুকে
দাউ দাউ জ্বেলে দেয় দিনের আকাশ
শালিখের তৃষ্ণা বাড়ে হলুদ কার্নিশে
খড়কুটো জমে ওঠে আঁতুড়ের করুন নির্মাণে
উঠোনের পানপাত্রে হলুদ রোদের মদ
ঢেলে দেয় স্বচ্ছতার সতেজ সকাল
আকন্দ গাছের চারিধারে এলোমেলো বাতাসের প্রজাপতি দোলে
অন্ধকার রাত্রির স্ফটিকে
গনগনে নক্ষত্রের আয়ত অঙ্গার
তাদের সমস্ত নীল দ্যুতি চরাচরে নিঃশব্দে ছড়াবে।

এবার

এতদিনে তোর মুরোদের কতখানি বহর জানা হয়ে গেছে
এখন নিজেই নাস্তানাবুদ
তাই খামোকা নিজের নাক কেটে
পরের যাত্রায় হরঘড়ি গণ্ডগোল পাকাবার ধান্দা।
আমি কি কখনও কারও পাকাধানে মই টেনে
সর্বনাশ করার মত মারাত্মক ইচ্ছে লালন করছি ?
কাউকে না জ্বালিয়ে
আমি একান্তভাবে নিজের স্বভাবে
সব কিছু পুরনো হিসেবের জের মিটিয়ে
বিমুক্ত জীবনের নোতুন স্বাদ নিতে চেয়েছিলাম !
অথচ তুই একে একে হাড় খেলি মাস খেলি
শেষতক চামড়া খুলে ডুগডুগি বাজিয়ে
সারা গ্রাম ঢেড়া দিয়ে এলি······
তখনও কিছু বলিনি !
এর পরেও তুই আমার ঘরের মধ্যে
আমার বুকের পাঁজর খুঁড়ে
নিশুতি রাতের অন্ধকারে সন্দেহের বল্লম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
ট্রাঙ্ক স্যুটকেস ড্রয়ার তোরঙ্গ হাঁটকে
সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে তল্লাসী চালালি
কিন্তু সনাক্ত করার মত কিছুই পেলি না
এবার তোকে টিট করবো !

স্মৃতি

এই সব দৃশ্যগুলি রেখে দাও সময়ের বিশ্বস্ত আরকে
অতীত পেরিয়ে দেখো স্মৃতি ছাড়া আর কিছু পবিত্র থাকেনা।

সমস্ত কবিতাগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে

এইসব মৃত্যুগুলি ঔদ্ধত্যের আগ্নেয় বুলেটে
কেমন প্রত্যহ ত্যাখো ছিন্নভিন্ন, চতুর্দিকে খুলি ও পাঁজর
পুড়ে যাচ্ছে নগরের প্রসিদ্ধ গরলে,
দিবসের রোদ্দুরেও ছদ্মবেশী রাত্রির ঘাতক
উৎকোচের লোভকে জাগিয়ে
দৃশ্যের আড়ালে তীক্ষ্ণ ভোজালি শানায়।
উদয়াস্ত অস্তোদয় আমাদের স্বেদসিক্ত পাথুরে পেশীর
সঞ্চালিত উদ্যমের লব্ধ ফলশ্রুতি
কেন যে শিখর থেকে বারংবার শৈলমূলে পতন ঘটায়,
সূর্যাস্তের অন্ধকারে গোধূলির স্মরণীয় রক্তাক্ত আলোয়
শব্দগুলি খুঁজে রাখো প্রস্তুতির যোগ্য সমাহারে,
জোট বাঁধো শপথের প্রতিশ্রুতি উদগত নিঃশ্বাসে :
কেননা সতর্কভাবে একদিন হন্তারক রাত্রির শরীর
গেঁথে এনে রৌদ্রের বল্লমে
সমস্ত কবিতাগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে দিতে হবে।

প্রতিদিন ধমনীর দিগ্বিদিকে

প্রতিদিন ধমনীর দিগ্বিদিকে ধাবিত ইচ্ছার
সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি ছুঁড়ে দাও দূরের ইথারে
এবং প্রত্যহ সেই দূরায়মানের অভিলাষ
প্রক্ষেপিত চিন্তাগুলি অভিকর্ষ পেরিয়ে চাঁদের
পাথুরে শরীর ঘিরে ঘুরে মরে মায়াবী কুহক
ফাটা-মাটি, প্রস্তরিত চিতাভস্ম কংকাল হ্রদের
মারীচ পিপাসা তুমি অপার্থিব রিক্ত উপগ্রহে
তখন বুকের মধ্যে বিপ্রতীপ বোধের সংক্রাম
পুনরায় কেন্দ্রাতিগ অভিপ্রায়ে ধমনী ধাবিত
তখন কোথায় নদী পিপাসায় ঝর্ণার সম্মতি
শ্যামল আবহমান বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রচুর উচ্ছ্বাস।

শব্দগুলি সূর্যের কণিকা

সূর্যের কণিকাগুলি কবিতার বাঙ্ময় চেতনা
অবিনাশ ক্ষুধা বা সঙ্গমে
আলোড়িত দীর্ঘদিন ক্লান্তি ক্লান্তি বিকল্প বিরল
কেবল ভাষাই ছাখো ক্রমবিবর্তনে
জীবন্ত ধ্বনির উৎসে স্বাভাবিক প্রাণের ঝর্ণায়
বেদনার গানগুলি প্রেমিকের প্রার্থনায় চিরায়ত রহস্য বিস্ফার
বার্দ্ধক্যে আরূঢ় সজ্ঞা অথচ গাছের ডালপালা
সবুজ আবহমান সন্নিহিত মাটি ও বাতাসে
গ্রন্থে নয় মন্ত্রে নয় সামান্যের উজ্জীবনে জীবন্ত বৃক্ষের
মতন মুখের ভাষা কালক্রম ঋতু বা আবহ
অনুযায়ী ছায়া তরু সবুজাভ পাতায় বল্কলে।
শুধু মাত্র শব্দগুলি গুরুমন্ত্র সৌর প্রতিভাস
তাদের বিকীর্ণ দ্যুতি জলে স্থলে বাতাসের প্রাণদ উত্তাপ
বীজের ভিতর হতে অন্তর্গত উচ্চারণে কবিতার ভ্রূণকে জাগায়
হে মহাপৃথিবী তুমি জেনে রাখো আর কোনো মহৎ ভাণ্ডার
এতদিনে অলুণ্ঠিত পড়ে নেই শিল্পের দেউলে
তুমি শুধু ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর স্বকাল শব্দের উচ্চারণ

দেবদারু

দেবদারু বৃক্ষের ঋজুতা
আকাশ পেরিয়ে যায় অন্য এক আকাশের নীল অভিপ্রায়ে
যেখানে দিবসগুলি দীপ্র দৃশ্যপটে
রূপালি মেঘের দেশ। রাত্রি তার রহস্য কাহিনী
নক্ষত্রের আখ্যায়িকা উদ্বেলিত মৌন উপন্যাসে
রেখেছে তৃপ্তির পাঠ, অন্ধকার নিঃসঙ্গ হৃদয়।

পৃথিবী

অনেক উঁচু থেকে নীল আকাশের পাখির ডানার নিচে
মাইল মাইল বিস্তৃত সবুজ ঢেউ খেলানো বন
আর সেই অলৌকিক বন তার ভয়ংকর নিঃশব্দতা নিয়ে
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বুকের কাছাকাছি।
বনের চেরা সিঁথির মধ্যে নদীর ফেনিল শুভ্রতা আপাত জমাট
চ্যাপ্টা পাহাড়ের নিশ্চিহ্ন কর্কশতার ভিতর
দেশলাই বাক্সের মত পাহাড়তলির বস্তি গ্রাম ঘর বাড়ি
সেই সব ঘরের ভিতরকার অগণিত ইচ্ছার সজীব আমন্ত্রণ
এখন অনেক উঁচুতে পাখির বুকের মধ্যে কাছিয়ে যেতে যেতে
এক ধরণের অভূতপূর্ব স্পন্দন উঠছে।
ঘন সবুজ পাতার আড়ালে : আরো কি আছে আরো কি আছে
নদীউপত্যকার অববাহিকা বিধৌত কোন আগোচর ভাষা আছে
পাহাড়ে পাহাড়ে ঝর্ণা, খনিজ ধাতুর অজ্ঞাতগোচর উজ্জ্বলতা
ঘরের ভিতর নিবু নিবু প্রদীপের অন্ধকারপ্রধান আলোকে
ছোট মশারির মধ্যে ঘুমন্ত শিশু
তার পরিতৃপ্ত জনক জননী যে কোনো সংসার
উনুনে ভাতের মাড়ের পোড়া গন্ধে রোদ গাঢ় হয়ে ওঠে
যে কোন দুপুরে
অদৃশ্য সিলিং থেকে সারাক্ষণ স্বপ্নের দোলনা
এখন দুলে দুলে লোকায়ত কিংবা অলৌকিক
অনেক উঁচু থেকে
যেখানে চারধারের শূন্যতা দ্রুত সরে যাচ্ছে স্মরণীয় পশ্চাতে
যখন পৃথিবী ক্রমশঃ কাছিয়ে আসছে দ্রুত
ধুক ধুক হৃৎপিণ্ডের অবিরাম ঢোলক নিনাদে।

অন্য বৃষ্টি

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টির ভিতর
সমগ্র এশিয়া ভূমি অশনি সম্পাতে
বৃষ্টি বৃষ্টি অবিরল অবিরাম
এই বৃষ্টি
গরল মেশানো
ন্যাপাম বোমার গ্যাস
নাকি
আমাদের ছত্রাকার হৃৎপিণ্ডের রক্তের প্রপাত
নীরন্ধ্র আঁধারে ভাসে শয়তানের বিশাল জাহাজ
লোভকে জাগিয়ে
জাহাজে মানুষ ভরে
মানুষের ক্ষুধা মরে দূষিত ডলারে
মেঘে মেঘে সূর্যের আড়াল
সূর্যের আড়ালে তেজস্ক্রিয়
বৃষ্টি বৃষ্টি অবিরল অবিরাম
ঘুমে জাগরণে
শয়তানের বিশাল জাহাজ ভেসে আসে
মৈত্রী ও মিশনের নাগপাশে
প্রেম প্রীতি করুণার আলোড়ন এখন নিহত

গোধূলির অগ্নিকাণ্ড

সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণে দাউ দাউ পশ্চিম আকাশ
'আগুন আগুন'
ভয়ংকর ধ্বংসের তাণ্ডব
কিন্তু কেউ কোনক্রমে অগ্নিকাণ্ড নেভাতে এল না
অথচ
উত্তর পশ্চিম কোণে কয়েকটি মেঘের পাহাড়
সেই সব পাহাড়ের উদ্ভাসিত বিম্বিত চিত্রের
টলোমলো জলভরা গোধূলির নদীর জোয়ার
জোয়ারের উদ্বেলিত জলস্রোতে ছিল উপশম

কিন্তু মেঘ কিংবা নদী
কেউ না কেউ না
আদিগন্ত গোধূলির অগ্নিকাণ্ড নেভাতে এল না
কেবল অদূরবর্তী কতিপয় ছায়াসান্দ্র দীর্ঘ দেবদারু
ক্রমাগত দুলে দুলে দক্ষিণের দামাল বাতাসে
শিকড়ের উদ্বন্ধনে ঊর্ধ্বমুখী কাণ্ডের নিঃশ্বাসে
দিগ্বিদিকে যতদূর ডালপালা, ভীষণ নাড়ালো

যাবার আগে

হয়তো আমিও যাবো দেখে নিয়ো তুমি প্রয়াণের
সহযাত্রী আমি আর অজ্ঞাতগোচর ভালবাসা
এই ঘর বাড়ি ও দালান
লোকালয় আধাশহরের
যাবতীয় স্মৃতি অনুভব
আলোড়িত কয়েকটি বছর
স্মরণীয় উৎস থেকে অন্তর্গত নদী
নদীর গলায় বাঁকা হাঁসুলি ব্রিজের অলংকার
থৈ থৈ শব্দে জল নড়ে জোয়ার ভাঁটায়
মাঝিমাল্লা ষ্টীমার লঞ্চের বাঁশি বিরাট জেটিতে
গাদাবোট বাঁধা
ওল্টানো কাছিমের ধূসর পিঠের মত বালুচর
বালুচরে মেছো বক দড়ির নঙর
দু'পাশের জনপদ ক্রমায়ত
নারিকেল বনবীথি তাদের আড়ালে
চটকলের চিমনি ধোঁয়া লোকোশেডে সমস্ত প্রহর
ইঞ্জিনের যাতায়াত
ওয়াগন খালাস বোঝাই
লস্করের হৈ চৈ
এই সব দেখে দেখে একদিন ঘর্মাক্ত সন্ধ্যায়
দেখে নিয়ো আমি একদিন
সব কিছু তোমাকে জানিয়ে
চলে যাবো সহযাত্রী বৈরাগ্যের প্রসন্ন প্রস্থানে

বাইরে

যখন যেদিকে যাও যেদিকে তাকাও ওরা চতুর্দিকে
ক্রমাগত তারস্বরে চেঁচিয়ে জানাবে
এখন রাত্রি
আলো নেই দিগ্বিদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে
অথচ আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম
ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছে সূর্যোদয়ের দিগন্তরেখা
এটুক পরেই
সকালের সূর্য তার তীক্ষ্ণ রোদ্দুরের অজস্র বল্লমে
অন্ধকারকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে
আর রাত্রি একটা বুনো শূয়োরের মত
তার বিদকুটে লোমশ শরীরটাকে নিয়ে
ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে
এদিক ওদিক অসহায়ভাবে তাকাতে তাকাতে
ভয়ংকর আতঙ্কে
নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও
নদী পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো
অথচ এখনও কেউ কেউ সতর্ক সংকেতে
প্রবল চ্যাচাচ্ছে
এখন রাত্রি
আলো নেই বিপজ্জনক অন্ধকারে তোমরা কেউ বাইরে যেয়োনা

ষ্টেনোগ্রাফার

তোমার যা খুশি তাই ডিক্টেশন দিয়ে যেতে পারো
আমি নির্বিকার জেনো
খোলাখাতা
কুমারী স্বভাবে
তা'র শুভ্র বাসনায় পেন্সিলের অহংকারে উৎকীর্ণ অক্ষর
একান্তে সাজাতে চায়
আমি কিন্তু শিথিল আঙুলে
সব কিছু এ লো মে লো

এতক্ষণ তুমি যা বলেছ
কিছুই শুনিনি তবে অকস্মাৎ না-বলা না-শোনা
এমন অনেক কথা আমিই তোমাকে
অনেক শোনাতে পারি অলৌকিক ধ্বনির সংকেতে
মঞ্চে একা কেউ নেই
নেই দৃশ্য কোনো কুশীলব
যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দিকে উৎকর্ণ দর্শক
স্বকীয় স্বভাবে আমি চিরায়ত বাচাল সংলাপ
উদ্ভাসিত হতে পারি নেপথ্যের স্থিতপ্রজ্ঞ প্রম্‌টার ছাড়াও

মর্গ

আমার মাকেও তুমি রেখে এসো মর্গের পাতালে।
ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত নেই, প্রতিষেধকের উদ্বর্তন
অধুনা শরীরে লুপ্ত, ক্লোরোফর্ম মেশানো বাতাসে
পাখিরা ঘুমিয়ে পড়ে, আকাশ পালায় দূরে যোজন যোজন।

দ্বিতীয় মহেঞ্জদাড়ো দূরতর ভবিষ্যের প্রত্ন-পরীক্ষায়
বিস্ময়ে বিপন্ন হবে : মড়ক আগ্নেয়গিরি বন্যা-ভূকম্পন
তাবৎ নজির ভেঙে হন্তারক সত্তার পিপাসা
নগর বন্দর গ্রামে লক্ষ লক্ষ পেতেছে কফিন ;
দেয়ালে রক্তের দাগ, জাল ওষুধের শিশি, ঘুমে জাগরণ—
ছবির ভিতরে শুধু মহাপুরুষের ম্লান চোখ,
স্ফীতোদর বণিকের ঠাণ্ডিঘরে নষ্ট শস্য রয়েছে প্রচুর।

মাকে তুমি রেখে এসো অন্ধকার মর্গের ভিতরে
সেখানে মৃত্যুর দুর্গে আত্মঘাতী মানুষের নিঃশ্বাস থাকে না,
আসন্ন প্রভাতে সেই গর্ভিণীর হিমাক্ত কোরকে
রৌদ্রের পলাশ হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে নির্বিঘ্ন জাতক।

জেব্রা

রেলিঙের মধ্যে দুটো জেব্রা দাঁড়িয়েছিল।
বালকের হাতের বাদামে
তাদের লোলুপ দৃষ্টির ফ্রিজ শট
এ-যাবৎ জেব্রা বিষয়ক সমস্ত, অন্তত কাব্যিক জেব্রার
বিখ্যাত ইমেজ বড় করুণ হয়ে গেল:
হাওয়ার রাতের দুরন্ত হাওয়ার মতো
অনুপম মসৃণ যাদের ক্ষিপ্রতা,
চিড়িয়াখানার লোহার খাঁচায়
পোড়াঘাসের একচিলতে মাঠে
বালকের করুণাপ্রত্যাশী
তারা, সিংহের হুংকারেও অটলতায় স্থবির,
জং-ধরা খুরের জ্ঞাত অনুভবে
এখন কোথাও আর মাইল মাইল হরিৎ প্রান্তর নেই
এবং উপমানের জন্য এখন কেউ আর
জেব্রার সন্ধান করে না:
শুধু পথে যেতে যেতে জেব্রা ক্রশিং
কিংবা কদাচিৎ ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের ডালপালা ভেদ করে
চিকিরমিকির রোদ্দুরের কুচোয়
যতদুর দৃষ্টি যায়
হাড় নেই, মাংস নেই
নিরবয়ব স্মৃতির জেব্রার
দুষ্প্রাপ্য চামড়াগুলি পথে কেউ ছড়িয়ে রেখেছে।

বিশাল ব্যাপ্তির বোধ

সুতরাং যতদূর যাওয়া যায় ছড়িয়ে পড়ার
সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি আমি প্রতিদিন
ক্রমায়ত দিগন্তের যৌথ উন্মোচনে
পরিচিত সংলাপের উৎসারিত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
দুচোখের দৃষ্টিরেখা অন্তর্গত অনুভব যতদূর যখন যেদিকে
প্রত্যহের কেন্দ্রানুগ শৃঙ্খলের বিচূর্ণ ঝঙ্কারে
আমি কোনো বিশাল পরিধিগত সহজের আবর্তনে শরিক হয়েছি
সম্মিলিত মুখচ্ছবি স্বেদসিক্ত কথাবার্তা অবিরল স্মৃতি
বিপুল নক্ষত্রবীথি মহাশূন্য মাইল মাইল
বীতনিদ্র পৃথিবীর নতুন আকাশে
অলৌকিক সমাচার
দিন নেই রাত্রি নেই রক্তপাত শমিত জীবনে
নিরবধি একক ঋতুর
নিবিড় সংক্রাম
স্বাভাবিক চৈতন্যের উন্মোচনে যেখানে নতুন কোনো দুঃখ নেই
মৃত্যুর শাসনে তাই
কেউ তার সহজাত অহঙ্কার কপট বিনয়ে
বিনাশ করে না
যে যেখানে আছে সকলের কাছেই এখন সব দায়ভাগ
বিশাল ব্যাপ্তির বোধে এখন বিশেষভাবে আমি কারো সংশ্লেষ মানি না।

অন্বেষণ

কাকে তুমি জব্দ করে নিষ্কণ্টক ইচ্ছার শিখরে
যাওয়ার বাসনাগুলি নিরঞ্জন স্রোতের ভিতর :
সূর্যোদয় অভিলাষ এখন ভাসিয়ে দাও গাঢ় অহংকারে,
কে কার বিরুদ্ধতায় প্রতিদ্বন্দ্বী, দু' মেরুর ভবিষ্য অতীত
বর্তমান সময়ের ত্রিবেণীসঙ্গমে
কা'র যোগ্য ভূমিকার মৌলিক প্রতিভা
নির্বিঘ্নে কালাতিশয়ী বিকাশের দীপ্র উন্মোচনে
নতুন স্বাক্ষর রাখে
অববাহিকার সান্দ্র সীমানা পেরিয়ে
দূরতর আরণ্যক মোহানার নীলিমা অবধি,
কিছু না জেনেও একা স্বরচিত সংলাপের নিবিষ্ট উচ্চারে
প্রত্যহের শব্দান্বিত অনুভব স্মৃতি
অন্ধকার পার হয়ে জ্যোতির্ময় বিশাল পরিধি
কেবা আর স্পর্শ করে স্বতন্ত্র স্বভাবে
যতটুকু যাওয়া যায়
কয়েকটি প্রজন্ম ঘুরে
নির্মিতির অলৌকিক মন্ত্র উচ্চারণে
এখন যে-কোন দুঃখ কিংবা কোনো দৃষ্টান্ত বিরল
সুখের সারাৎসার যতটুকু স্বাভাবিক আনন্দ বেদনা
তাই শুধু যেতে যেতে দিনরাত্রি ঘুমে জাগরণে
উচ্চারিত গানগুলি তুলি রঙ শব্দের প্রতিমা…
নশ্বরতা অনিবার্য তবুও প্রার্থনা
যখন যেদিকে খুশি
যতদূর যাওয়া যায় ক্রমাগত অন্বেষণ আলোড়িত সত্তার ভিতর ।

উদাস বন্ধু

সূর্যের নিকটতর আদিগন্ত মেঘের মেলায়
উড়িছে সমস্তক্ষণ তার দেহ, আলোকিত ডানা,
যেখানে সমাপ্তি নেই, নেই মৃত্যু, সময়, সীমানা
সেখানে উজ্জ্বল রৌদ্রে তার দু'টি পাখনা ছড়ায়।
মানুষ বন্দুক ছোঁড়ে
ফাঁদ পাতে
ঈর্ষায়
হিংসায়
অ ব সা দে,
আমার উদাস বন্ধু স্পৃহাহীন শুধু চেয়ে থাকে
যেখানে আলোর উৎসে পাখি ওড়ে ডাকে।